প্রকাশক—সুপ্রসাদ চৌধুরী,
২২-এ, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশ কাল—শ্রাবণ ১৩৬৭

ফিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কসে
অতীন্দ্র নাথ চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত,
২৫।১ কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা।

চরিত্র

পুরুষ

অমিয়, আলোক, মানব, সত্যেন, প্রতাপ, প্রদীপ, প্রতুল, অশোক, কিরণ, করুণ, প্রভাত, দীপক, সুদীপ, সুনীল, নিশান্ত, রঘু, ধনা।

অমিয়	মধ্যবৃত্ত লোক
আলোক	দরিদ্র গ্রামবাসী
মানব	ঘটক
সত্যেন	আলোকের পুত্র
প্রতাপ	অমিয়ের পুত্র
প্রদীপ	জমিদার পুত্র
প্রতুল	পুরোহিত
অশোক	জমিদার
কিরণ	উকিল
সুদীপ	কিরণের পুত্র
রঘু	অশোকের চাকর
ধনা	কিরণের চাকর
করুণ	কলিকাতাবাসী ভদ্র লোক
প্রভাত	কলিকাতারবাসিন্দা জমিদার
দীপক	ঠাকুর
সুনীল	পুলিশ ইনেস্‌পেক্টর
নিশান্ত	নাপিত

স্ত্রী

যুথি, বিথি, হেনা, ইলা, অন্ন, সেলী, কল্পনা. করুণা, কবিতা, চিত্রা

যুথি	অমিয়ের স্ত্রী
বিথি	আলোকের স্ত্রী
হেনা	অশোকের স্ত্রী
ইলা	কিরণের স্ত্রী
অন্ন	করুণের স্ত্রী
সেলী	প্রভাতের স্ত্রী
কল্পনা করুণা কবিতা	প্রভাতের কন্যা
চিত্রা	করুণের কন্যা

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রভাতের সদর বাটী

চিত্রা। ভাই কবিতা, আজ ইস্কুলে যাবি না ?

কবিতা। না ভাই আজ আমার শরীর ভাল নয়।

চিত্রা। তোর দিদিরা যাবে না ?

কবিতা। না।

চিত্রা। কেন ?

কবিতা। বাবা তাদের যেতে বারণ করেছেন।

চিত্রা। কেন ?

কবিতা। বল্লেন "তোরা বড় হয়েছিস আর রাস্তা দিয়ে যাওয়া শোভা পায় না"।

চিত্রা। ও! তাই বুঝি !

কবিতা। আচ্ছা ভাই তা হ'লে তুই এখন যা অনেক বেলা হ'য়ে গেল, আর রাস্তা তো কম নয়, অনেকখানি যেতে হবে।

চিত্রা। হেঁ ভাই তাতো যেতেই হবে—তবে আমি এখন যাই বৈকালের দিকে আস্‌বো।

কবিতা। আচ্ছা।

(চিত্রার প্রস্থান)

কবিতা। গীত।

মিলন বাঁশরী বাজিয়ে আজিকে
দ্বারেতে এসেছে কে।
স্বপনে যাহারে হেরেছি নিশিথে
প্রভাতে এসেছে সে
মরমের জ্বালা নাশিতে আজিকে
প্রেমের প্রদীপ জ্বেলেছে সে।

(নেপথ্যে কল্পনা—কবিতা ?)

কবিতা। যাই দিদি।

(কল্পনার প্রবেশ)

কল্পনা। কে এসে ছিল রে ?

কবিতা। চিত্রা।

কল্পনা। সে ইস্কুলে যাবে না ?

কবিতা। হেঁ, সেই জন্যেই ডাকতে এসেছিল।

কল্পনা। তবে তুই গেলি না যে ?

কবিতা। না, আমি আর আজ যাব না।

কল্পনা। কেনরে ?

কবিতা। আজ শরীরটা ভাল নয়।

কল্পনা। কি হয়েছে ?

কবিতা। বড় সর্দ্দি করেছে।

(করুণার প্রবেশ)

করুণা। বড়দি ! তুমি যে এখানে গল্প কোচ্ছ ?

কল্পনা। হেঁ, তাতো কচ্ছি, তাতে হয়েছে কি ?

করুণা। হবে আর কি—বাবা ডাকছিলেন বলেই বলছি।

কবিতা। না, না, বড়দি, ও মিছে কথা বলছে।

করুণা আচ্ছা, আমি বাবাকে যেয়ে বলছি।

কবিতা। যাও—যাও তুমি বলগে।

কল্পনা। বাবা ডাক ছিলেন কেনরে ?

করুণা। কি করে জানবো।

কবিতা। না তুমি জান না বুঝি ?

কল্পনা। ও কি করে জানবে বল তো ?

কবিতা। কেন ?

কল্পনা। কেন আবার কি—ওকে কি বাবা বলেছেন যে ও জানবে।

(নেপথ্যে প্রভাত—কল্পনা ?)

কল্পনা। যাই, বাবা।

করুণা। কেমন হয়েছে—আমার কথা যে বড় বিশ্বাস করছিলে না।

কবিতা। যাও যাও তোমার আবার কথা।

করুণা। কেন ?

কবিতা। কেন আবার কি—আগেতে হয়ত ডাকেননি এখন কোন দরকার হয়েছে তাই ডাকছেন, আর তুমি অমনি তোমার নিজের বাহাদুরী দেখাচ্ছ।

করুণা। বেশ-বেশ, খুব হয়েছে আর বকৃতে হবে না।

কবিতা। কেন, এখন বুঝি গায়ের জ্বালা ধরেছে ?

করুণা। ধরবে নাইবা কেন—ধরবার মত কথা বল্লেই লোকের জ্বালা ধরে।

কল্পনা। না বাপু আর তোদের ঝগড়া করতে হবে না—তোদের ঝগড়ার জ্বালায় বাড়ীতে টেকা দায়—এখন-চ-নইলে আবার বাবা রাগ করবেন।

করুণা। আচ্ছা তাই চল।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

পল্লী বক্ষঃস্থিত আলোকের কুঠীর।

সত্যেন। (স্বগতঃ) বাবারে বাবা, আর পারা যায় না, আজ দুদিন ধরে বৃষ্টি, কেবল বৃষ্টি যেন আকাশ একবারে ছেঁদা হয়ে গেছে। আর বাড়ী থেকে তো বেরুবার যো নেই রাস্তা, ঘাট, সব যেন একবারে কাদায় কাদায় উচ্ছন্নায় গেছে—আর ভগবান কেনই বা এ পাড়া গ্রামের সৃষ্টি করেছিলেন তাও বুঝতে পারি না—তিনি ত সমস্ত পৃথিবীটাকে কলিকাতার মত করতে পারতেন—কেনই বা তা করলেন না তাও বলতে পারি না। (প্রকাশ্যে) না যা হোক করে দেখিগে খাওয়া দাওয়ার কতদূর কি হল আর এদিকে তো খিদেও পেয়েছে যা হোক্ কিছু খেতে তো হবে নইলে তো আর পেট বুঝবে না।

(প্রস্থান)।

বিথি গীত।

সবুজ বরণে ভূষিত ধরণী
জলধীর বারি ঝরিছে
তৃষিত পরাণ তুষিতে আজিকে
প্রকৃতি নবীনা সেজেছে
মনেরী বাসনা জাগাতে মাধুরী
বয়ানে চিকুর দিয়েছে।

(সত্যেনের প্রবেশ)

সত্যেন। মা—আমায় কিছু খেতে দেবে?

বিথি। হেঁ—আয় দিচ্ছি।

(বলিয়া বিথির প্রস্থান এবং পুনঃ খাবার লইয়া প্রবেশ।)

বিথি। এই-নে-বস এইখানে।

(সত্যেন খাবার খাইতে বসিয়া) ।

সত্যেন। আচ্ছা মা আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—তুমি বলবে ?

বিথি। কেন বলব না বাবা —বলবার মত যদি হয় তো কেন বলব না বল্ ?

সত্যেন। হেঁ বলবার মত বটে—তবে—

বথি। তবে কেন বল্না কি বলবি।

সত্যেন। আচ্ছা মা সেদিন যে এক ভদ্রলোক কোলকাতা থেকে আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন—তিনি কেন এসেছিলেন বল তো ?

বিথি। ও—এইকথা বুঝি—

(কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর)

সত্যেন। একি চুপ করে রইলে যে ?

বিথি। না না চুপ করিনি—

সত্যেন। তবে বলছ না যে ?

বিথি। না না বলছিলাম যে তিনি ঘটক। কলিকাতায় থাকেন।

সত্যেন। কেন এসেছিলেন ?

বিথি। বিয়ের জন্যে।

সত্যেন। কার বিয়ে ?

বিথি। কেন তোর।

সত্যেন। আমার বিয়ে !

বিথি। কেন, অবাক হয়ে গেলি যে ?

সত্যেন। না না, আমি অবাক হইনি—তবে—

(বেগে সত্যেনের প্রস্থান)

বিথি। (স্বগতঃ) বাবারে বাবা আজ কালকার ছেলেগুল যেন একবারে কি হয়ে পড়েছে। বিয়ের কথা শুনলেই অমনি

তাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। (প্রকাশ্যে) না, যাই আবার কাজকর্ম্ম দেখিগে নইলে ত আর চলবে না। এমন বরাত করে এসেছি যে একবার বসবার দাঁড়াবার যো নেই, কেবল কাজ আর কাজ।

(আলোকের প্রবেশ।)

আলোক। ওগো শুনছ—ওগো শুনছ—

বিথি। কি বলছ?

আলোক। বলছিলাম কি জান।

বিথি। কি?

আলোক। সত্যেনের বিয়ের তো একরকম সব ঠিক হয়ে গেল।

বিথি। কবে বিয়ে?

আলোক। ও মাসের দোশরা।

বিথি। তা হলে তো আর বেশী সময় নেই দেখছি।

আলোক। না তাতো নেই।

বিথি। তবে এত শিগ্‌গীর ঠিক করে ফেল্লে কেন?

আলোক। ভদ্রলোক অত্যন্ত দায়ে পড়েছেন, তাই আমায় একবারে না ছোড় বান্দা, শেষ পর্য্যন্ত যখন আমার হাত দুখানা ধরে ফেল্লেন তখন আর আমি না বলতে পারলাম না।

বিথি। ভদ্রলোকের ছেলে মেয়ে কি?

আলোক। মেয়ে সাতটী, ছেলে একটীও নেই।

বিথি। এটী কোন্ মেয়ে?

আলোক। এটী বড় মেয়ে।

বিথি। ভদ্রলোকের অবস্থা কেমন?

আলোক। মোটের উপর ভাল নয়।

বিথি। তার মানে?

আলোক। তার মানে কোন রূপে দিনগুল কেটে যায়।

বিথি। তা হলে ত আমাদের আর দেরী করা চলে না—কেননা এদিকে ত দিন প্রায় হয়ে এল।

আলোক। হেঁ, তা তো হয়ে এলই—তাতে আর হয়েছে কি?

বিথি। হবে আর কি—তবে কিনা বাজার হাট তো করতে হবে?

আলোক। সে তো হবেই।

বিথি। তা হলে আপনি না হয় কাল কোলকাতা চলে যান—আর রমেনবাবু না হয় সবাইকে নেমন্তন্ন করতে যান।

আলোক। হেঁ সেই ভাল কথা—তা হলে এখন চল আমি না হয়—নিমাই বাবুকে একখানা চিঠি লিখে দিই।

বিথি। হেঁ, সেই কথাই ভাল।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

অশোকের অন্তঃপুর।

হেনার গীত।

কুসুম কাননে ভ্রমর বিরাজে
সাথী হারা পাখী
আকাশে গরজে
নবীন পথিক খুঁজিছে কাহারে
নবনীতা আছে যাহারি আগারে
কেন গো আমার প্রাণ তারে চায়
যে জন এসেছে দুয়ারে।

রঘুর প্রবেশ

রঘু। মা, আপনাকে একবার বাবু ডাকছেন।

হেনা। কেন রে ?

রঘু। তা ত আমি বলতে পারিনা—তবে আমাকে ডেকে দিতে বল্লেন এই পর্য্যন্ত জানি।

হেনা। আচ্ছা তুই তাহ'লে এখন যা, আমি যাচ্ছি।

রঘু। আচ্ছা।

(রঘুর প্রস্থান)

হেনা। (স্বগতঃ) না যাই আবার দেখিগে কেন ডাকছেন—নইলে আবার রাগ করবেন।

(প্রস্থান)

অশোক। না রঘুটাকে না পাঠালেই হত।

(রঘুর প্রবেশ)

রঘু। বাবু, মা আসছেন, একটু বাদে।

অশোক। আচ্ছা।

রঘু। তা হলে আমি এখন যাচ্ছি।

অশোক। আচ্ছা।

(রঘুর প্রস্থান)

অশোক। যাক্, বাঁচা গেল—

(হেনার প্রবেশ)

হেনা। আমাকে কেন ডেকেছ ?

অশোক। আরে শোন শোন একটা ভারি মজার কথা মনে পড়েছে

হেনা। কি কথা ?

অশোক। বাবা, তুমি বুঝি জান না।

হেনা। কি করে জানবো বল।

অশোক। কেন ?

হেনা। কেন আবার কি—তোমার মনের কথা আমি কি করে জানবো।

অশোক। কেন তুমি যে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী।

হেনা। বা বেশ কথা।

অশোক। কেন ?

হেনা। তা নয় তো কি—অর্দ্ধাঙ্গিনী হলেই বুঝি সব কথা জানতে হয় ?

অশোক। হেঁ, নিশ্চই জানতে হবে।

হেনা। কেন গায়ের জোরে নাকি ?

অশোক। আরে চোটছ কেন—চোটছ কেন।

হেনা। না না আর অত ইয়ারকি করতে হবে না—যত বয়স হচ্ছে তত কল্পা বাড়ছে।

অশোক। কেন বাড়বে না বল—যার তোমার মত স্ত্রী থাকতে পারে তার আবার কি বয়স বাড়ে সে সর্ব্বদা Young থাকে।

হেনা যাও যাও তোমার যেন সব তাতেই ইয়ারকী।

অশোক। কি গো রেগে গেলে নাকি ?

হেনা। (চুপ করিয়া রহিল)

অশোক। দেহি পদ পল্লব মুদারম্—

হেনা যাও যাও অত ঠাট্টা কেন—

(বেগে প্রস্থান করিতে উদ্যত)।

অশোক। আরে থাম থাম—

(হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পুনঃ প্রবেশ)।

হেনা। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও,

অশোক। তোমায় কি বেঁধে রেখেছি যে তুমি কেবল ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও করছ ?

হেনা। বেঁধে রাখনি বটে তবে তার বাড়া—

অশোক। কি রকম—?

হেনা। কেননা আমার এক তিল কোথাও যাবার যো নেই। গেলেই অমনি তোমার ডাক।

অশোক। বেশ বেশ খুব হয়েছে আর বকতে হবেনা—এখন যা বলি তাই শোন।

হেনা। কি বলবে বল?

অশোক। বলছিলাম যে প্রদীপ তো বিলাত থেকে ফিরে আসছে—।

হেনা। এর মধ্যেই তার পড়া হয়ে গেল?

অশোক। হেঁ—কাল আমি টেলিগ্রাম পেয়েছি যে সে গত মাসে I. C. S. পাস করেছে।

হেনা। কবে আসবে?

অশোক। বোধ হয় মাস খানেকের মধ্যে এসে পড়তে পারে—কেন না আমি তাকে Air mail এ আসবার কথা লিখেছি।

হেনা। তাহলে বেশ ভালই হয়েছে।

অশোক। আর একটা কথা।

হেনা। কি বল তো—?

অশোক। আজ সকালে প্রদীপের বিয়ের জন্যে একজন ঘটক এসেছিল।

হেনা। তুমি তাকে কি বল্লে?

অশোক। বল্লাম যে কাল সকালে একবার আসবেন।

হেনা। কেন?

অশোক। কেননা তোমার মত না পেলে কি করে বলি বল।

হেনা। কেন আমি কি তোমার মন্ত্রণা দাতা?

অশোক। কতকটা বটে—

হেনা। আচ্ছা—তুমি তাহলে কাল তাকে বোলে দিও যে আমার বিয়ে দিতে মত আছে।

অশোক। আচ্ছা।

হেনা। কবে মেয়ে দেখতে যাবে ?

অশোক। যে দিন তুমি বলবে—।

হেনা। আবার সেই কথা।

অশোক। মাপ করুন।

হেনা। কালি তার সঙ্গে চলে যাও না।

অশোক। আচ্ছা।

হেনা। দেখ যেন মেয়েটী দেখতে ভাল হয়। তা নইলে আমার লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হবে।

অশোক। আচ্ছা আমি চেষ্টা করব।

হেনা। তবে এখন আমি যাই।

অশোক। আচ্ছা চল আমাকেও যেতে যবে।

(উভয়ের প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

কিরণের অন্তঃপুর।

কিরণ। ধনা ও ধনা একবার এদিকে আয় তো।

ধনা। যাই বাবু।

(ধনার প্রবেশ)

ধনা। কি বলছেন ?

কিরণ। এক গেলাস জল আন তো—।

ধনা। আচ্ছা—

(প্রস্থান)

কিরণের গীত।

আজকে আমার সুখের রবি উদয় হয়েছে।
জ্যোৎস্না রাতে প্রাণ মাতাতে মলয় এসেছে ॥

(ধনার প্রবেশ)

ধনা। এই নিন বাবু

(জল রাখিবার পর)

তাহ'লে আমি এখন যাই মা ডাকছেন।

কিরণ। আচ্ছা—

(ধনার প্রস্থান)

কিরণ। ধনা এই ধনা কোথায় গেলিরে— (উচ্চৈঃস্বরে) ধনা।

(ধনার পুনঃ প্রবেশ)

ধনা। কি বলছেন ?

কিরণ। এই মাত্র গেলি—এর মধ্যে কোথায় চলে গেলি—? আমার ডেকে ডেকে একবারে দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

ধনা। কোথাও তো যাই নি—।

কিরণ। তবে আমি যে এত ডাকছি আর তুই আসছিস না যে।

ধনা। শুনতে পাইনি।

কিরণ। তোর মাথা। যা-একবার তোর মাকে এখানে পাঠিয়ে দিগে।

ধনা। আচ্ছা—

(ধনার প্রস্থান)

কিরণ। যাক্ বাঁচা গেল—এই তালে একটা কাজ সেরে নিই।

(ইলার প্রবেশ)

ইলা। কি বলছ ?

কিরণ। ও তুমি এসেছ—ভালই হয়েছে—নাও—নাও বস বস।

ইলা। না-না আর বসবনা—এখন আমার গা পর্য্যন্ত ধুয়া হয়নি।

কিরণ। আরে—থাম থাম খালি গা ধুয়া আর—গাধুয়া—। গাধুয়ার জ্বালায় আমাকে একবারে উদবেস্ত করে মাল্লে।

ইলা। তোমার সব তাতেই বাড়া বাড়ি।

কিরণ। কেন?

ইলা। কেন আবার কি—।

কিরণ। তবু—?

ইলা। যাদের যা তারা তো তাই করবে। তোমার কি বলনা।

কিরণ। তা বটে—তবে এখন চা টা হলো না—না?

ইলা। ও! এইবুঝি তোমার কথা। এরজন্যেই বুঝি আমার গা ধুয়া বন্ধ করতে হবে?

কিরণ। ওগো না—না—তা নয়।

ইলা। তবে?

কিরণ। আগে চা আন তার পর বলছি—

ইলা। ধনা ও ধনা—

(ধনার প্রবেশ)

ধনা। কি বলছেন?

ইলা। যাতো ঠাকুর মশায়ের ঠেঙ্গে এককাপ চা নিয়ে এসে বাবুকে দে।

ধনা। আচ্ছা—

কিরণ। আর তোমার—?

ইলা। আমি এখন খাব না—।

কিরণ। কেন গা ধুয়া হয়নি বলে বুঝি—?

ইলা। হুঁ।

কিরণ। যাও—যাও এখন তোমার গাধুয়া রেখে দাও গে—ওরে—তোর মায়ের জন্যেও এক কাপ আনিস।

ধনা। আচ্ছা—। (ধনার প্রস্থান)

ইলা। চাতো আসছে—তারপর কি বলবে বলছিলে যে ?

কিরণ। হেঁ—বলবো তো—

ইলা। কই, বল ?

কিরণ। একটা বিয়ের সমন্ধ এসেছে।

ইলা। কার—?

কিরণ। কার বলে মনে হয়—?

ইলা। কি করে জানবো কার বিয়ের সমন্ধ আসছে না আসছে ?

কিরণ। কেন খবর রাখা ত দরকার।

ইলা। কেন রাখবো আমার ত আর বিয়ে নয় যে আমাকে খবর রাখতে হবে।

কিরণ। ও-নিজের বিয়ে হলেই বুঝি খবর রাখতে হয় ?

ইলা। নিশ্চয়ি—।

কিরণ। আচ্ছা তোমার বিয়ের সময় তুমি খবর রেখে ছিলে ?

ইলা। যাও-যাও আমি খবর রেখে ছিলাম কিনা তা নিয়ে তোমার কি হবে—?

কিরন। কিছু হবেনা যদিও তবু—

ইলা। ওকি। থেমে গেলে যে—

কিরণ। না—না—থামিনি—তোমার গা ধোয়ার সময় হয়নি ?

ইলা। সে হ'য়েছে কি না হয়েছে তা আমি বুঝবো—তা নিয়ে তোমাক মাথা ঘামাতে হবে না।

কিরণ। আচ্ছা।

ইলা। কই বল কি বলবে ?

কিরণ। বলছিলাম কি জান—?

ইলা। কি—?

কিরণ। যে—সুদীপের একটা সমন্ধ এসেছে।

ইলা। কোথা থেকে ?

কিরণ। Calcutta থেকে।

ইলা। কেমন মেয়ে—?

কিরণ। অতি চমৎকার—।

ইলা। তুমি কি দেখেছ ?

কিরণ। না দেখেনি তবে শুনেছি।

ইলা। তা বেশ তো—।

কিরণ। তা হলে যত শিগ্‌গীর হয় হ'য়ে যাক।

ইলা। হুঁ।

কিরণ। সুদীপ তো এদিকে ডাক্তারি পাশ করেছে তবে সে একবার বিলাত যেতে চায়—তা না হয় বিয়ের পরে যাবে।

ইলা। তা বেশ।

কিরণ। তবে কাল ঘটক মশাই এলেই তাকে বলে দিই যে আমি মেয়ে দেখতে যেতে পারব না—তবে—আমার স্ত্রী যাবেন।

ইলা। তুমি যাবে না কেন ?

কিরণ। আমার ভয়ানক কাজ পড়েছে।

ইলা। না না তা হবে না—তার চেয়ে তুমি বলে দিও যে রবিবারে দেখতে যাব—।

কিরণ। রবিবারে কেন ? তুমি বরঞ্চ চলে যাও না।

ইলা। না। রবিবারে বরণ আমরা দুজনেই যাব।

কিরণ। Oh, My God !

ইলা। না আর তোমার সঙ্গে বকতে পারি না—আমায় গাধুতে হবে।

কিরণ। এত-রাত্রে গা ধোবে।

ইলা। কেন কটা বেজেছে ?

কিরণ। প্রায় আটটা বাজে।

ইলা। তা হোক্‌গে।

কিরণ। দেখ যেন জর হয় না।

ইলা। না-না।—

(ইলার প্রস্থান)

কিরণ! ধনা ও ধনা একবার এদিকে আয়—

ধনা। যাই বাবু।

(ধনার প্রবেশ)

ধনা। কেন ডাকছেন?

কিরণ। আমার জুতটা নিয়ে আয় তো—!

ধনা। আচ্ছা—

কিরণ। না এইবার একটু ঘুরে আসি আর—বসে বসে ভাল লাগছে না।

(ধনার প্রবেশ)

ধনা। এই নিন, বাবু—

কিরণ। আচ্ছা ওই খানে রাখ।

ধনা। তা হলে আমি যাচ্ছি।

কিরণ। আচ্ছা যা।

(ধনার প্রস্থান)

কিরণ। ধনা ও ধনা—

(ধনার পুনঃপ্রবেশ)

ধনা। কি বলছেন—।

কিরণ। এই দেখ আমি এখন একবার বেরিয়ে যাচ্ছি যদি—কেউ আসে তো বলিস বাবু বেরিয়ে গেছেন।

ধনা! আচ্ছা।

(উভয়ের প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য।

অমিয়ের অন্তঃপুর।

যূথি। আচ্ছা তুমি তো বেশ লোক দেখছি।

অমিয়। কেন?

যূথি। কেন আবার কি—

অমিয়। কি বলবে তা ছাই বল—অমন কোরলে কি হবে?

যূথি। বলব আমার মাথা! ছেলেটার একটা বিয়ে থাওয়া দেবে না—ও—ওই রকম বিবাগী হয়ে—বেড়াবে?

অমিয়। ও এই কথা বুঝি!

যূথি। হেঁ—।

অমিয়। কেন বিয়ে তো দিলেই হ'ল।

যূথি। তোমার ইচ্ছে মত নাকি?

অমিয়। কেন?

যূথি। তা নয় তো কি?—মেয়ে দেখা নেই—অমনি বলে দিলে বিয়ে দিলেই হ'ল।

অমিয়। ও, তা তো মেয়ে দেখলেই হ'ল।

যূথি। মেয়ে কি গাছের ফল নাকি যে ইচ্ছে কল্লেই দেখা যাবে?

অমিয়। ফল না হ'লেও দেখবার ইচ্ছে হলেই দেখা যায়।

যূথি। কি করে?

অমিয়। যার মেয়ে আছে তাকে বল্লেই সে দেখাবে।

যূথি। কার মেয়ে আছে তা কি করে জানব?

অমিয়। কেন যার ছেলে আছে তার আবার মেয়ের খবর জানবার ভাবনা কি?

যূথি। ছেলে থাকলেই বুঝি ঘরে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মেয়ের খবর পাওয়া যায়?

অমিয়। হেঁ নিশ্চয়ই যায়।

যূথি। তাহলেপরে, তুমি কটা মেয়ের খবর জান বলত ?

অমিয়। কেন যা জানি তার মধ্যে একটা তোমার মনের মত হতে পারে।

যূথি। কি রকম ?

অমিয়। রকম আবার কি।

যূথি। তবু ?

অমিয়। যেমন কাল একটা মেয়ের বিয়ের জন্যে আমার কাছে এক ঘটক এসে হাজির।

যূথি। তার পর ?

অমিয়। তারপর তিনি বল্লেন যে আপনার ছেলের সঙ্গে প্রভাতবাবুর ছোট মেয়ের বিয়ে দিতে হবে।

যূথি। প্রভাতবাবু কে ?

অমিয়। তুমি তাকে চিনবে না—কারণ তিনি কলকাতায় থাকেন।

যূথি। ও !

অমিয়। তবে মেয়েটি বেশ ভাল, লেখা পড়াও জানে, শুনতে পাচ্ছি নাকি 3rd. Class এ পড়ে।

যূথি। সে ত ভালই, তবে যেন তুমি এ পাত্রী হাতছাড়া করোনা।

অমিয়। তা না হয়, না করলুম। তবে কিনা—

যূথি। তবে কি আবার ?

অমিয়। বলছিলাম যে প্রতাপ তো এখন ও পরীক্ষা দেয়নি।

যূথি। তাতে আর হ'য়েছে কি ?

অমিয়। কিছু হয়নি যদিও— তবে কিনা পরীক্ষার পর বিয়েটা হ'লেই ভাল হতোনা।

যূথি। না না, শুভ কাজে বিলম্ব করা উচিত নয়, জান তো রাবণ

বলেছিলেন যে শুভ কাজ করবার ইচ্ছে হ'লেই তা করে ফেলবে।

অমিয়। আচ্ছা তবে না হয় তাই হবে—আর তার তো এখন Law পরীক্ষার অনেক দেরী আছে।

যুথি। সেই ভাল কথা, তবে তুমি এই মাসের মধ্যে যাতে হ'য়ে যায় তাই করে ফেল।

অমিয়। আচ্ছা তার জন্যে আর ভাবনা কি?

যুথি। ভাবনা যদিও নেই বটে, তবে যতক্ষণ না হয় ততক্ষণই ভাবনা।

অমিয়। একি মেয়ের বিয়ে, যে যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভাবনা?

যুথি। তা বটে—তবে এখন খাবে চল। অনেক রাত হয়ে গেছে।

অমিয়। আচ্ছা তাই চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রভাতের অন্তঃপুর

চিত্রা। কবিতা ও কবিতা?

কল্পনা। কে?

চিত্রা। আমি চিত্রা।

কল্পনা। ও আয় ভাই, আয়।

চিত্রা। কবিতা কোথায়?

কল্পনা। এই যে এখানে রয়েছে।

চিত্রা। কোথায়?

কল্পনা। ওপরে রয়েছে তুই আয় না।

চিত্রা। আচ্ছা যাচ্ছি।

(উপরে যাইবার পর)।

চিত্রা। এই যে করুণাদি নমস্কার।

করুণা। হেঁ নমস্কার।

চিত্রা। কই ভাই কবিতা, বেড়াতে যাবি না ?

কবিতা। না ভাই, আজ আর যাব না।

চিত্রা। কেন ?

কবিতা। আর বেশী বেলা নেই, প্রায় ছয়টা বাজে।

চিত্রা। তা হলেই বা—তাতে কি হ'য়েছে ?

কবিতা। না না তার চেয়ে এক কাজ করা যাক।

চিত্রা। কি ?

কবিতা। একটু খানি বসে বসে গল্প করা যাক।

চিত্রা। আচ্ছা তাই ভাল।

কবিতা। হেঁরে চিত্রা, একি শুনছি বল্‌তো ?

চিত্রা। কি ?

কবিতা। বারে বা, নিজে যেন জানেনা। একবারে আকাশ থেকে পল্লেন আর কি ?

চিত্রা। যা, কি যে বলিস তার ঠিক নেই।

কবিতা। না না আমি ঠিক বলছি ?

চিত্রা। তুই-ঘোড়ার ডিম বলছিস।

করুণা। আচ্ছা কবিতা তুই কি বলবি তাই ছাই বলেই ফেলনা।

কবিতা। দাঁড়াও না বলছি।

করুণা। নারে না চিত্রা ও বলবে না আমি বলছি শোন।

চিত্রা। কি বলুন তো।

করুণা। হেঁরে তোর নাকি বিয়ে হচ্ছে ?

কবিতা। সত্যি কথা বলতে হবে কিন্তু।

(কল্পনার প্রবেশ)

কল্পনা। কিসের সত্যি কথা বলতে হবে ?

কবিতা। এই দেখ না দিদি চিত্রা ফাঁকে ফাঁকে বিয়ে করে নিচ্ছে।

কল্পনা। হেঁরে চিত্রা ?

চিত্রা। তা আমি কি করে জানবো।

কবিতা। না উনি আবার জানেন না যেন নেকা চৈতন।

চিত্রা। সত্যি বলছি আমি জানিনা।

কবিতা। ছাই বলছ— আচ্ছা বল্‌তো সেদিন সকালে তুজন ভদ্র লোক তোদের বৈঠকখানায় বসেছিলেন কেন ?

(চিত্রা নিরুত্তর)

কবিতা। দেখলে দিদি এইবার আর কথা কইছে না।

করুণা। বল্‌না তাতে আর হ'য়েছে কি ? সকলকার ত একদিন না একদিন বিয়ে হবে। আজ না হয় তোর হচ্ছে, আবার তুদিন বাদে আমাদেরও ত হতে পারে।

চিত্রা। তাতো হতে পারে— তবে বিয়ের মত বিয়ে যদি হয় তো না হয় ভাল লাগে।

কল্পনা। বিয়ের মত আবার বিয়ে কি ?

চিত্রা। যেমন, আমি যে রকম বিয়ে ক'রতে চাই বাবার তাতে একবারে অমত।

কল্পনা। তার মানে ?

চিত্রা। তার মানে বাবা চান আমাকে একজন অকাল কুম্মাণ্ডের হাতে তুলে দিতে— আর আমার তা ইচ্ছে নয়।

করুণা। ও তা হলে যার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ হচ্ছে সে কিছু করেনা ?

চিত্রা। না।

কবিতা। কত দূর পর্য্যন্ত পড়েছেন ?

চিত্রা। শুনছি তো থারডু ক্লাস পর্য্যন্ত বিদ্যে।

কল্পনা। তারপর বোধ হয় বসে বসে বাপের অন্ন ধ্বংসাচ্ছেন।

চিত্রা। হেঁ তাই বটে।

করুণা। আচ্ছা চিত্রা তোর বাবা তার সঙ্গেই তোর বিয়ে দিতে মত্ করেছেন ?

চিত্রা। হেঁ।

কবিতা। যা হোক বাবা বটে—আমার যদি ও রকম হত, তাহালে আমি চোট্ পাট্ বলে দিতুম যে আমি ও রকম বর চাই না।

কল্পনা। আরে থাম—থাম তারপর ?

চিত্রা। তারপর বাবা তো বাজার হাট প্রায় সব সেরে ফেলেছেন। দিনও তো ঠিক হয়ে গেছে শুনতে পাচ্ছি।

করুণা। কবে দিন হ'য়েছে ?

চিত্রা। ও মাসের দোসরা।

কবিতা। যাক্, চিত্রা তোর বরাতে শেষকালে এই হ'ল।

চিত্রা। তাই তো আমি ভাবছি।

কবিতা। দেখ ভাই তার চেয়ে তুই এক কাজ কর।

চিত্রা। কি বল তো ?

কবিতা। আমার মতে ওরকম বিয়ে করার চেয়ে দোকান থেকে আফিং কিনে খাওয়া ভাল।

চিত্রা। সে তো ভালই তবে—

কবিতা। ভাবছিস কি ?

চিত্রা। না—না কিছু ভাবিনি তো।

কবিতা। আচ্ছা ভাই তুই যে এতদিন ধরে শিব পূজা করলি তার ফলে কি তোর এই হ'ল।

চিত্রা। আর কি করি বল ?

কবিতা। দেখ ভাই তোর কপালে তো এই হ'ল, আর আমাদের কপালে যে কি আছে তা কেজানে।

চিত্রা। তা আর কি করে বলবো বল্।

করুণা। দেখ ভাই কাল বড়দির একটা সম্বন্ধ এসেছে—

কল্পনা। যা—আবার ওই সব কথা।

চিত্রা। কোথা থেকে ?

করুণা। দিল্লী থেকে।

চিত্রা। পাত্র কি করেন ?

করুণা। পাত্র এই গত মাসে I. C. S. পাশ করেছে, এখনও সে বিলাতে আছে।

কবিতা। যদি হয় তাহ'লে কিন্তু খুব ভাল হয়। নয় বড়দি ?

কল্পনা। যা—কি যে সব বলিস শুনলে পরে রাগ ধরে।

করুণা। এখন তো ধরবেই, তারপর বিয়ে হ'লে আর ধরবে না – কেমন ?

কল্পনা। দেখ করুণা, তোর ভাই পায়ে ধরছি আর বলিস না।

করুণা। তখন মনে হবে, যাক বাঁচা গেল। বল সত্যি কি না ?

কল্পনা। যা তুই ভারি অসভ্য, তোকে যত বারণ কচ্ছি আর তুই তত বলছিস।

করুণা। আমি বেশ করবো বলবো—তোমার যদি গায়ের জ্বালা ধরে তো এখান থেকে চলে যেতে পার।

কবিতা। হেঁ—ওই তো যাবে দেখ না আর ভাল করে বসবে।

কল্পনা। আচ্ছা দেখ যেতে পারি কি না।

(প্রস্থান)

কবিতা। আচ্ছা তুমি তো বড়দিকে তাড়ালে এইবার যদি আমি তোমাকে তাড়াই।

করুণা। কি করে ?

কবিতা। কেন—সেই কথাটা যদি বলে দিই—

(করুণা হস্তদ্বারা কবিতার মুখ চাপিয়া ধরিল)

কবিতা। ছাড় বলছি ভাল হবে না।

করুণা। না ছাড়বো না।

কবিতা। ছাড়বে না?

করুণা। না।

কবিতা। আচ্ছা—

(ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া)

কবিতা। এইবার

(পিঠে মুষ্ট্যাঘাত)

করুণা। দাঁড়া আমি মাকে গিয়ে বলে দিচ্ছি।

কবিতা। যাও—যাও—আমি ভয় করি না।

(করুণার প্রস্থান)

কবিতা। যা লেগেছে।

চিত্রা। ওকে মারলি ত?

কবিতা। তাতে আর কি হয়েছে।

চিত্রা। তোর মা বক্‌বেন না।

কবিতা। বকুকগে।

চিত্রা। না ভাই আর আমি থাকবো না এখন যাই আবার মা ভাববে।

কবিতা। তোর মাকে বলে আসিসনি।

চিত্রা। না।

কবিতা। তাহালে চ—আমিও তোর সঙ্গে যাই—।

চিত্রা। কতদূর যাবি।

কবিতা। এই নীচে পর্য্যন্ত।

চিত্রা। আচ্ছা চ। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

করুণের অন্তঃপুর

অন্ন। চিত্রার বিয়ের যে সব ঠিক করে ফেল্লে—কিন্তু বামুনকে খবর দেওয়া হয়েছে কি ?

করুণ। তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। সে সব আমি ঠিক করেছি।

অন্ন। কখন আসবেন ?

করুণ। বেলা দশটার মধ্যেই এসে পড়বেন।

অন্ন। আচ্ছা, তা হোলে গায়ে হলুদটা তো দিয়ে দিলেই হয়। আর মিছিমিছি দেরী করে তো কোন লাভ নেই।

করুণ। না—না আর দেরী কি ?

অন্ন। তা হলে আমি সবাইকে বলিগে, তাড়াতাড়ি করে যাতে আসে।

করুণ। আচ্ছা তাই বলগে।

(অন্নের প্রস্থান)

করুণ। এই সব কোথায় গেলি ?

(নেপথ্যে যাই)

(অন্নের পুনঃপ্রবেশ)

অন্ন। যাক এইবার গায়ে হলুদটা হয়ে গেলেই হয়ে যায়।

করুণ। আচ্ছা তুমি তাহলে সব সেরে ফেল—আর আমি ঠাকুর মশাইদের ওধারে দেখিগে কতদূর কি হল। তা নইলে আবার পুরুত মশাই এসে পল্লে আর দেখা হবে না। কেন না আবার অধিবাসের হেঙ্গাম আছে।

অন্ন। আচ্ছা তাই করুন।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

করুণ। ওই যে শাঁক বাজছে তুমি তাহালে যাও ওধারে।

অন্ন। আচ্ছা যাচ্ছি।

(অন্নর প্রস্থান)

(সকলে গাত্র-হরিদ্রা দিতে ব্যস্ত)

করুণ। কই ঠাকুর মশাই। আপনাদের কতদূর কি হল?

ঠাকুর। এই যে বাবু মিষ্টিগুলো প্রায় সব শেষ হ'য়ে এসেছে। কেব দরবেশটা হলেই হয়।

করুণ। আচ্ছা। তাই করে ফেল।

ঠাকুর। আচ্ছা—তারপর আর একটা কথা।

করুণ। কি বলুন তো?

ঠাকুর। রাত্রে কি কি—তরকারি হবে বলুন তো ?

করুণ। বেশী বাড়াবাড়ির কিছুই নেই তবে যা না করলে নয় তাই হবে। আসল কথা সাদাসিধের উপর ভাল তরকারি গোটা দুই, ভাজা, চাট্‌নি এই পর্য্যন্ত।

ঠাকুর। আচ্ছা।

করুণ। মোটের উপর কোন গতিকে দায় থেকে উদ্ধার হওয়া।

ঠাকুর। তাতো বটেই—।

করুণ। আচ্ছা আমি তাহলে এখন যাচ্ছি আর আপনার যদি কিছু দরকার হয় তো এই এরা রইল—এদের ঠেঙে চাইলেই পাবেন।

ঠাকুর। আচ্ছা।

(করুণের প্রস্থান)

(নেপথ্যে পুরোহিত করুণ বাবু)

করুণ। কে ?

পুরোহিত। আমি প্রতুল।

করুণ। আসুন—আসুন।

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরোহিত। কই সব যোগাড় হয়েছে ?

করুণ। হেঁ।

পুরোহিত। আচ্ছা তাহালে চলুন।

করুণ। হেঁ তাই চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

অন্ন। এই সব কোথায় গেলিরে ?

(নেপথ্যে এই যে কি বলুন।)

অন্ন। চিত্রা কোথারে ?

কবিতা। এই যে এখানে রয়েছে।

অন্ন। কি করছে।

কবিতা। কাপড় ছাড়ছে।

অন্ন। কাপড় ছাড়া হ'লে ওকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিসতো।

কবিতা। আচ্ছা।

(চিত্রার প্রবেশ)

চিত্রা। মা কি বলছ—?

অন্ন। তোর গা ধোয়া হয়ে গেছে ?

চিত্রা। হেঁ।

অন্ন। কাপড় চোপড় পরে নিগে, সন্ধ্যে হয়ে এল।

চিত্রা। আচ্ছা।

অন্ন। কইরে কবিতা কোথায় গেলি ?

(কবিতার প্রবেশ)

কবিতা। কি বলছেন ?

অন্ন। যাতো মা চিত্রাকে সাজিয়ে দিগেতো।

কবিতা। আচ্ছা।

(কবিতা ও চিত্রার প্রস্থান)

(নেপথ্যে 'বর এসেছে' 'বর এসেছে')

করুণ। কোথায় ?

সকলে। এইযে এইদিকে।

করুণ। আচ্ছা এখানে নিয়ে আয়।

(বর সমেত সকলের প্রবেশ)

করুণ। এই যে আসুন আসুন।

আলোক। না না আপনাকে আর অত ব্যস্ত হ'তে হবেনা আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।

করুণ। না—না তা হোক গে—।

পুরোহিত। কই করুণবাবু আর দেরী কেন ?

করুণ। না—না আর দেরী কি ?

পুরোহিত। তা'হালে আপনারা সব চলুন।

আলোক। আচ্ছা।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

পুরোহিত। কই সব কোথায় গেলে এইবার স্ত্রী-আচারটা সেরে নাওনা।

করুণ। কই সব কোথায় গেলে ?

সকলে। এই যে।

করুণ। না'ও সত্যেন বাবাজীকে ছাঁদ্‌না-তলায় নিয়ে যাও।

সকলে। আচ্ছা।

(বরকে লইয়া সকলের প্রস্থান এবং পুনঃপ্রবেশ)

পুরোহিত। নাও বল নমঃ।

সত্যেন। নমঃ।

পুরোহিত। অদ্য ফাল্গুনে মাসে শুক্ল পক্ষে।

সত্যেন। ফাল্গুনে মাসে শুক্ল পক্ষে।

পুরোহিত। নবম্যাং তিথৌ।

সত্যেন। নবম্যাং তিথৌ।

পুরোহিত। কই করুণ বাবু আপনি বলুন তো।

করুণ। কি বলুন।

পুরোহিত। মম কন্যাং তুভ্যম্ দদামি।

করুণ। মম কন্যাং তুভ্যম্ দদামি।

পুরোহিত। কইহে নাপিত ভায়া কোথায় গেলে ?

নাপিত। এইযে কি বলুন।

পুরোহিত। নাও খইটা পুড়িয়ে দাও।

নাপিত। আচ্ছা।

(খই পোড়াইবার পর)

পুরোহিত। নাও এইবার বর কনে ঘরে নিয়ে যাও।

করুণ। কই সব কোথায় গেলে ?

কবিতা। এই যে।

করুণ। যাও এদের ঘরে নিয়ে যাও।

কবিতা। নিন্ চলুন এইবার।

(নেপথ্যে লুচি—লুচি চাই মশাই)

অন্ন। এই ওপরের ঘরে নিয়ে চ।

কবিতা। আচ্ছা।

(সকলে বাসর ঘরে)

কবিতা। সত্যেন বাবু একটা গান করুণ না।

সত্যেন। না আমি গান জানি না।

কবিতা। না গান জানেন্ কি ?

সত্যেন। পাড়া গ্রামে থাকি গান কি করে জানবো বলুনতো ?

কবিতা। পাড়া গ্রামের লোকেরাই গান ভাল জানে।

(কান মলিয়া দিয়া

কবিতা। ঠিক নয়।

করুণ। যা কি করিস।

সত্যেন। দেখুন তো।

কল্পনা। না—না চিত্রা তুই একটা গা।

চিত্রা। কি গাইবো বল।

কবিতা। সেই গানটা গা।

চিত্রা। কোনটে ?

কবিতা। সেইযে—ফুলের পরশ—

চিত্রা। ও—!

চিত্রা। গীত।

যেমন ফুলের পরশ লাগলে হাওয়া
দখিন বায়ে যায়।
নূতন মানুষ পেলে পথিক
পথের কথা সুধায়, ওগো
পথের কথা সুধায়।

কবিতা। না থাক। আর গাইতে হবে না।

করুণ। না ভাই চ, আর সকাল হয়ে গেছে।

কবিতা। আচ্ছা—আমরা তাহালে এখন যাই—আবার কবে দেখা হবে। —আর আপনাকে কত জালাতন কোল্লাম তার জন্যে কিছু মনে করবেন না।

সত্যেন। না—না।

কবিতা। ভাই চিত্রা তবে আসি।

(সকলের প্রস্থান)

আলোক। কই করুণ বাবু আর কত দেরী।

করুণ। এই যে হয়ে গেছে।

আলোক। একটু তাড়াতাড়ি কোরে পাঠিয়ে দিন নইলে আবার যেতে দেরী হয়ে যাবে।

করুণ। না—না যত তাড়াতাড়ি পারি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অন্ন। না মা আর কাঁদিস না।

চিত্রা। (নিরুত্তরে ক্রন্দন)

অন্ন। আর কেঁদে কি করবি বল। "স্ত্রীলোকের পতিই ঈশ্বর পতিই গুরু পতিই সব। সেই পতির পদে মন রেখে যারা নিজের জীবনকে ধন্য মনে করে তারাই জগতের মধ্যে ধন্য—তারাই জগতের পূজনীয়"।

চিত্রা। তা জানি মা তা আমি জানি।

অন্ন। তবে আর কাঁদছিস কেন। ওদিকে আবার দেরী হোয়ে যাচ্ছে।

চিত্রা। না—না—আর কাঁদিনি।

অন্ন। তবে যা তোর বাবাকে প্রণাম করে আয়।

চিত্রা। আচ্ছা।

(প্রণিপাত)

করুণ। যাও মা, আজ থেকে তুমি আমাদের মায়া ত্যাগ করে তোমার নিজের ঘরে যাও। সেই খানেই তোমার সুখ, সেই খানেই তোমার সব। তোমার ভাগ্যে যদি কোন দিন সুখ থাকে তো, আবার এর চাইতে বেশী সুখ হতে পারে। আর না থাকলে, যতই দেখে দিই না কেন, সব শেষ হয়ে যেতে পারে।

অন্ন। দেখ যেন ভুলেও কখনও কাহার মনে ব্যথা দিওনা বা তোমার ব্যবহারে যেন কেউ কষ্ট না পায়। আর শ্বশুর শাশুড়ীকে ভক্তি করবে, তাদের সেবা করবে, এবং তাঁরা যাতে কখনও দুঃখ না পান তাই কোরবে।

চিত্রা। আচ্ছা।

(চিত্রার প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রভাতের সদর বাটী

মানব। প্রভাতবাবু বাড়ীতে আছেন?

প্রভাত। কে?

মানব। একবার এদিকে আসুন না।

প্রভাত। যাই।

(প্রভাতের প্রবেশ)

প্রভাত। আরে আসুন আসুন নমস্কার।

মানব। হেঁ নমস্কার।

প্রভাত। তারপর খবর কি?

মানব। খবর ভালই!

প্রভাত। তাহালে পরে তারা রাজি হয়েছে বলুন।

মানব। কতকটা বটে।

প্রভাত। তবু।

মানব। আর তবু প্রথমে তো একবারে হাঁকিয়েই দিলে, তারপর আবার তাঁকে মতে আনতে যে আমাকে কি বেগ পেতে হোল তার আর কি বোলবো।

প্রভাত। তবু কি বোল্লে শুনি।

মানব। প্রথমেই তো ঘাড় নেড়ে বল্লে "আমার ছেলের এখন বিয়ে দেব না।"

প্রভাত। তারপর ?

মানব। তারপর বল্লে ছেলে তো এখন বেশী বড় হয় নি যে আমাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে হবে। যদি মেয়ে হোত, তো না হয় ভয় হোত যে লোকে নিন্দে কোরবে। তবে আপনি যেখানে এসেছেন, সেখানে আপনার কথার জন্য না হয় রাজি হোতে পারি। তবে যদি মেয়েটি দেখতে শুনতে ভাল হয়।

প্রভাত। তারপর আপনি কি বোল্লেন ?

মানব। ভাল কি মন্দ সেটা আপনি দেখে নেবেন ।

প্রভাত। হেঁ সে তো বটেই।

মানব। তারপর কাল বৈকালে তাঁরা আসবেন বোলেছেন। তাই আপনাকে সেই কথাটা বোলতে এলাম।

প্রভাত। তা ভালই কোরেছেন। তবে আপনি কাল একবার আসবেন তো ?

মানব। হেঁ নিশ্চয় ইআসবো।

প্রভাত। চা টা খাবেন নাকি ?

মানব। না না, আর থাক।

প্রভাত। এই কবিতা এক কাপ চা নিয়ে আয় তো।

(নেপথ্যে কবিতা—যাই)

মানব। আর চা কেন আনছেন।

প্রভাত। তা হোক্‌গে খান না।

(কবিতার চা লইয়া প্রবেশ)

কবিতা। এই নিন্।

৩

প্রভাত। ঐ ওঁকে দাও।

(কবিতার চা দিয়া প্রস্থান)

মানব। এটি কে ?

প্রভাত। এটি আমার ছোট মেয়ে।

মানব। ও আপনার তাহলে ছুটি মেয়ে বলুন।

প্রভাত। না আমার তিনটি মেয়ে।

মানব। কই সেটিকে তো কোন দিন দেখিনি।

প্রভাত। না—সে প্রায় বাড়ী থেকে বার হয় না। তবে তারও বিয়ে দিলেই হয়।

মানব। মেয়েটি দেখতে কেমন ?

প্রভাত। খুব যে খারাপ তাও নয়। তবে—কবিতা ও কবিতা।

(কবিতার প্রবেশ)

কবিতা। কি বোল্‌ছেন ?

প্রভাত। একবার তোর মেজদিকে পাঠিয়ে দেতো।

কবিতা। আচ্ছা।

(কবিতার প্রস্থান)

মানব। দেখুন আমার হাতে আরও একটা পাত্র আছে তবে তারা মেয়ে ভালই চায় আর দেনা পাওনার সম্বন্ধে তত খাঁই নেই।

প্রভাত। ছেলে কি করে ?

মানব। এই গত মাসে ডাক্তারি পাশ করেছে। তবে মাস খানেকের মধ্যে জার্মাণি যাবে শুনতে পাচ্ছি। তাই তার যাবার আগে যদি বিয়েটা হ'য়ে যায় সেই জন্যে তাঁরা খুব ব্যস্ত হ'য়েছেন।

প্রভাত। তাহলে দেখুন চেষ্টা করে যদি হয়।

মানব। হেঁ. তাতো বটেই।

(করুণার প্রবেশ)

প্রভাত। যাও প্রণাম কর।

মানব। না—না—থাক—থাক।

(করুণার প্রণিপাত)

মানব। না—এতো দেখতে তত খারাপ নয়।

প্রভাত। সেটা আপনাদের নজর।

মানব। না—মা তুমি তাহলে যাও।

প্রভাত। নাও প্রণাম কর।

(করুণার প্রণিপাত)

মানব। আচ্ছা—আমি তাহলে কালকেই আপনাকে খবর দেব।

(করুণার প্রস্থান)

প্রভাত। আচ্ছা।

মানব। তাহলে আমি এখন যাই—কাল আসবো—নমস্কার।

প্রভাত। হেঁ নমস্কার।

(মানবের প্রস্থান)

প্রভাত। যাক্ এইবার একবার বাড়ীতে বলিগে।

(সেলীর প্রবেশ)

প্রভাত। এই যে তুমি এসে পরেছ ভালই হ'য়েছে আমি তোমার কাছে যাচ্ছিলাম।

সেলী। কেন বল তো ?

প্রভাত। এই ঘটক মশাই এসেছিলেন কিনা সেই কথা বলতে।

সেলী। তিনি এসেছিলেন ? কি বল্লেন ?

প্রভাত। বল্লেন যে কাল বৈকালে কল্পনাকে দেখতে আসবে। আর করুণাকেও তো দেখে গেলেন।

সেলী। কেন, হাতে পাত্রটাত্র আছে নাকি ?

প্রভাত। বল্লে তো একটা ভাল পাত্র আছে। তবে এখন ওর বরাত।

সেলী। সেতো বটেই। তবে আমাদের কর্ত্তব্য একটু দেখে শুনে দেওয়া এই পর্য্যন্ত।

প্রভাত। হেঁ সেতো বটেই।

সেলী। আর দেখ আর একটা কথা।

প্রভাত। কি বল তো।

সেলী। বোলছিলাম যে করুণারও যদি বিয়ের ঠিক হ'য়ে যায় তো এক বারেই দুজনের বিয়ে দিয়ে দিলেই হবে, কেমন ?

প্রভাত। তাতো ভালই, তবে এখন হবে কিনা তাতো জানিনা।

সেলী। হয় ভালই, আর যদি নাই হয় তো কি করবে বল।

প্রভাত। হেঁ সেতো বটেই। তবে ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা থাকে তো হ'তে পারে। আর তা নইলে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন কিছুই হবে না।

সেলী। তা বটে। তবে আমি এখন যাই আমার কাজ আছে।

প্রভাত। আচ্ছা যাও—আর আমিও একটু বেরুই।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রভাতের সদর বাটী।

মানব। (নেপথ্যে) কই প্রভাত বাবু কোথায় গেলেন ?

প্রভাত। এই যে আসুন। (মানবের প্রবেশ)

মানব। হেঁ, দেখুন আর একটা কথা।

প্রভাত। কি বলুন তো ?

মানব। এই, কল্পনাকে আজ যাদের দেখতে আসবার কথা ছিল, তাঁরা আর আজ আসবেন না। তাঁরা বলেছেন যে আমাদের আর যাবার দরকার নেই তবে, আপনি যদি মেয়ের একটা ফটো আনতে পারেন তাহলে খুব ভাল হয়। তবে, করুণাকে আজ দেখতে আসবে।

প্রভাত। কখন আসবেন ?

মানব। আর এসে পড়লেন বলে। কেননা বেরুবার জন্যে সব প্রায় ঠিক হয়ে গেছে।

প্রভাত। ক-জন আসবেন ?

মানব। ছেলের মা এবং বাপ উভয়েই আসবেন।

প্রভাত। আচ্ছা, আপনি তাহলে ওর ফটো নিয়ে যান।

মানব। হেঁ, তা হলে দিয়ে দিন।

প্রভাত। কবিতা ?

(কবিতার প্রবেশ)

কবিতা। কি বলছেন ?

প্রভাত। তোর বড়দির একটা ফটো নিয়ে আয়তো।

কবিতা। আচ্ছা।

(কবিতার প্রস্থান)

প্রভাত। আর দেখুন আপনি তো আমার এই দুইটি মেয়ের যা হয় একটা কিনেরা করে দিলেন, এই বার ঐ ছোট মেয়ে-টার একটা যা হয় করে দিলেই আমি দায় থেকে উদ্ধার হয়ে যাই।

মানব। আচ্ছা আমি চেষ্টা করে দেখি, যদি কিছু করতে পারি।

প্রভাত। আচ্ছা।

(কবিতার প্রবেশ)

কবিতা। এই নিন বাবা।

প্রভাত। আচ্ছা ওই ওঁকে দাও।

(কবিতার প্রস্থান)

মানব। আর দেখুন, আর একটা কথা ভারি মনে পড়েছে।

প্রভাত। কি বলুন তো?

মানব। আমার হাতে আরও একটি ভাল পাত্র ছিল তবে তাঁদের থাঁই একটু বেশী।

প্রভাত। কি রকম থাঁই বলুন তো?

মানব। পাঁচ হাজার টাকার কম রাজি নয়।

প্রভাত। ছেলে কেমন?

মানব। ছেলে ভালই, উপস্থিত Law পড়ছে সামনের বৎসরে final দেবে। তবে বাপের কিছু বিষয় সম্পত্তিও আছে।

প্রভাত। আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখুন যদি হয়।

মানব। চেষ্টা টেষ্টা এর মধ্যে কিছুই নেই তবে তাদের এক কথা। "পাঁচ হাজার টাকা পেলেই ছেলের বিয়ে দেবো, তাতে মেয়ে দেখতে যেমন হোক না কেন আমাদের তাতে কিছুই এসে যায় না।" কিন্তু পাঁচ হাজার টাকার কমে কিছু-তেই বিয়ে দেবোনা।

প্রভাত। আচ্ছা তা না হয় দেওয়া যাবে, তবে তাঁরা মেয়ে দেখতে আসবেন না?

মানব। না।

প্রভাত। কবে আন্দাজ তাঁরা বিয়ে দিতে চান?

মানব। তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই—তবে আপনার সুবিধা হলেই তাঁদের সুবিধা।

প্রভাত। আচ্ছা এ তুটোর হয়ে গেলেই আমি আপনাকে বলবো।

মানব। আচ্ছা, তবে আমি এখন আসি নমস্কার।

প্রভাত। নমস্কার।

কিরণ। (নেপথ্যে) প্রভাত বাবু বাড়ীতে আছেন।

প্রভাত। কে?

কিরণ। (নেপথ্যে) আমরা দলিলপুর থেকে আসছি।

মানব। কিরণবাবু এসেছেন?

(কিরণ ও ইলার প্রবেশ)

প্রভাত। ও আসুন আসুন নমস্কার। আমরা আপনাদের জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম।

কিরণ। হেঁ নমস্কার, আমাদের আস্তে একটু দেরী হয়ে গেল বলে কিছু মনে করবেন না।

প্রভাত। না না তাতে কি হয়েছে। অমন হয়েই থাকে।

মানব। নিন বসুন বসুন। কই প্রভাত বাবু চা টা নিয়ে আসুন।

প্রভাত। হেঁ নিয়ে আসছি।

কিরণ। না না আর চা আনতে হবে না আমরা চা খাই না।

মানব। সেকি, আপনারা বুঝি চা খান না?

কিরণ। না।

প্রভাত। তবে একটু জল টল খান?

কিরণ। না না আর ও সব হ্যাঙ্গাম করবেন না, বরং তাড়াতাড়ি মেয়ে দেখিয়ে দিন। আর আমাদের ঘরে যেতেও হবে প্রায় অনেকটা।

প্রভাত। আচ্ছা।

(প্রভাতের প্রস্থান, করুণাকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

প্রভাত। নাও ওঁদের সব প্রণাম কর।

(করুণা প্রণিপাত করিল)

কিরণ। না না থাক, আর প্রণাম করতে হবে না।

প্রভাত। নিন দেখুন এইবার আপনাদের পছন্দ।

কিরণ। হেঁ সে তো বটেই।

ইলা। নাও মা যাও এইবার।

প্রভাত। নাও প্রণাম কর।

(করুণার প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

কিরণ। আচ্ছা আমরা তা হলে এখন উঠি। আর যা হয় না হয় তা এই মানব বাবুর কাছ থেকে জানতে পারবেন।

প্রভাত। আচ্ছা তাহলে নমস্কার।

কিরণ। হেঁ নমস্কার।

(কিরণ ও ইলার প্রস্থান)

মানব। আচ্ছা আমিও তাহলে যাই কাল না হয় একবার আসবো।

প্রভাত। আচ্ছা তাই আসবেন।

মানব। তবে আসি নমস্কার।

প্রভাত। হেঁ নমস্কার।

(মানবের প্রস্থান)

প্রভাত। (স্বগতঃ) যাক বাঁচা গেল।

(সেলীর প্রবেশ)

সেলী। কি বলে গেলেন?

প্রভাত। পরে খবর দেবেন।

সেলী। আর কিছু বল্লেন না?

প্রভাত। না তবে আমার বোধ হয় হলেও হতে পারে কেননা ওঁদের কথার ধাঁচে যত দূর বোঝা গেল।

সেলী। তা ভালই, তবে এখন চলুন।

প্রভাত। হেঁ তাই চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

কিরণের অন্তঃপুর।

ইলা। আচ্ছা সেদিন মেয়েটী কেমন দেখলে?

কিরণ। তোমার কি রকম লাগল বলত?

ইলা। মেয়েটী দেখতে তো তত খারাপ নয়।

কিরণ। না তাতো নয়, তবে স্বভাব চরিত্র কেমন হবে তা কে জানে।

ইলা। দেখে তো মনে হয় ভালই হবে, তবে এখন আমাদের বরাত।

কিরণ। সে তো বটেই।

ইলা। মানববাবু তো আসবেন?

কিরণ। হেঁ।

ইলা। আচ্ছা তুমি তাহলে তাঁকে বলে দেবে যে আমাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে। আর আমরা এই মাসের মধ্যেই বিয়ে দিতে চাই, যদি তাঁদের মত থাকে তো কবে দেবেন যেন বলে পাঠান।

কিরণ। আচ্ছা তা না হয় বলবো। তবে এ মাসের মধ্যে হওয়া অসম্ভব।

ইলা। কেন?

কিরণ। বিয়ে থার কাজ একটু ধীরে সুস্থে হওয়াই ভাল' কেন না দুপাচ জন লোক তো বলতে হবে।

ইলা। হেঁ সে তো হবেই। তবে এ মাসে এখন যা সময় আছে তাতে লোক জন বলবার বিশেষ আটকাবে না।

কিরণ। তা বটে, তবে না হয় তাই বলে দেব।

ইলা। হেঁ তাই বলে দিও।

মানব। (নেপথ্যে) কিরণ বাবু বাড়ীতে আছেন।

ইলা। অই মানববাবু এসেছেন। তুমি তাহলে ওঁকে বলে দিও— তাহলে আমি এখন যাই।

কিরণ। আচ্ছা।

(ইলার প্রস্থান।)

কিরণ। কই মানববাবু এদিকে আসুন?

মানব। (নেপথ্যে) হেঁ যাই।

(মানবের প্রবেশ)

মানব। নমস্কার কিরণ বাবু।

কিরণ। হেঁ নমস্কার।

মানব। আচ্ছা আপনাদের তাহলে মতামত কি হল?

কিরণ। হেঁ আমাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে তবে আমার স্ত্রীর মত যে বিয়েটা যাতে এই মাসের মধ্যেই হয়ে যায়।

মানব। তার জন্যে আর হয়েছে কি। আপনাদের যেখানে মেয়ে পছন্দ হয়ে গেছে সেখানে আর বিয়ের জন্যে ভাবনা কি।

কিরণ। তা তো নেই, তবে এই মাসের মধ্যে প্রভাত বাবু বিয়ে দিতে পারবেন কিনা সেইটাই সন্দেহ।

মানব। প্রভাত বাবু নিশ্চয়ই পারবেন সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

কিরণ। আচ্ছা আপনি তাহলে প্রভাত বাবুকে বলে দেবেন যে আমরা এ মাসের আঠাশে বিয়ে দিতে রাজী আছি।

মানব। আচ্ছা আমি এখন আসি নমস্কার।

কিরণ। হেঁ নমস্কার।

(মানবের প্রস্থান)

কিরণ। যাক বিয়ের দিন তো হয়ে গেল এখন খালি নেমন্তন্ন গুলো সেরে নিতে পাল্লেই হয়।

(ইলার প্রবেশ)

ইলা। মানব বাবু তো চলে গেলেন কি বলে গেলেন ?

কিরণ। বলে গেলেন যে এ মাসের আটাশের মধ্যে বিয়ে দিতে হবে।

ইলা। যাক ভালই হল, তাহলে তুমি এই বার এই দিককার কাজ গুলো সব সেরে ফেল।

কিরণ। সেতো ফেল্‌তেই হবে।

ইলা। তা হলে সকলকেই তো বলতে হবে ?

কিরণ। হেঁ তা তো হবেই, তা নইলে কি ভাল দেখায়।

ইলা। তাতো বটেই, তবে তুমি এখন চাটা খাবে ?

কিরণ। তা খেলেও হয়।

ইলা। আচ্ছা তাহলে চল।

কিরণ। হেঁ তাই চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রভাতের অন্তঃপুর।

সেলী। আচ্ছা এঁরা তো কোন খবর দিলেন না।

প্রভাত। হেঁ তাই তো দেখছি।

সেলী। আর মানব বাবুরও ত আক্কেল বেশ, তিনিও ত একবার এসে বলে যেতে পারতেন।

প্রভাত। তা তো পারতেন তবে এলেনি না বা কেন, তাও তো বলতে পারি না।

সেলী। বোধ হয় কোন অসুখ বিসুখ করেছে।

প্রভাত। হতেও পারে।

সেলী। তা নইলে তিনি বলে গেলেন যে কাল আমি বেওজোর আসবো কিন্তু আজ প্রায় এক সপ্তাহ হতে চল্ল তিনি এলেন না। এরই বা মানে কি ?

প্রভাত। হয় তো তাঁদের মেয়ে পছন্দ হয়নি।

সেলী। মেয়ে পছন্দ যদি নাই হয় তা বলে কি মানববাবুর একবার আসা উচিত ছিল না ?

মানব। (নেপথ্যে) প্রভাতবাবু বাড়ীতে আছেন ?

প্রভাত। কে ?

মানব। (নেপথ্যে) আমি মানব।

সেলী। এই দেখুন এসে পড়েছে এইমাত্র আমরা ওঁর কথা বলছিলাম।

প্রভাত। তাতো বলছিলাম। তবে এখন দেখি আবার কি বলেন।

সেলী। আচ্ছা তাই দেখ। তাহলে আমি এখন যাই।

প্রভাত। হেঁ তাই যাও।

(সেলীর প্রস্থান)

প্রভাত।—কই মানববাবু উপরে আসুন না।

মানব। (নেপথ্যে) হেঁ যাই।

(উপরে উঠিয়া)

মানব। নমস্কার।

প্রভাত। হেঁ নমস্কার।

মানব। বুঝলেন প্রভাতবাবু আজকে ভারি সুখবর।

প্রভাত। কেন বলুন তো?

মানব। এখনও কেন বলছেন?

প্রভাত। না—না—তা নয়—তা নয়—তবে তাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে নাকি?

মানব। শুধু তাই নয় আরও কিছু?

প্রভাত। আর কি বলুন তো?

মানব। আর তাঁরা এই মাসেই বিয়ে দিতে চান।

প্রভাত। এমাসে আর দিন কোথা?

মানব। আটাশে একটা দিন আছে সেইদিন বিয়ে দিতে তাঁদের ইচ্ছা।

প্রভাত। তাঁদের যেখানে ইচ্ছা হয়েছে সেখানে তো আর আমরা অমত কর্ত্তে পারি না। কেন না আমাদের তো আর ছেলে নয় যে আমরা অমত করবো।

মানব। হেঁ সেতো বটেই। তবে বিয়ে থাওয়ার কাজ যত তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ততই ভাল, কেন না দেরী হ'লেই আবার নানারকম ভাংচি পড়তে পারে।

প্রভাত। সে তো বটেই—তবে এত তাড়াতাড়ি না হয়ে আর দিন কতক বাদে হ'লেই যেন ভাল হত।

মানব। না—না—ও যত শিগ্‌গির হোয়ে যায় ততই ভাল।

প্রভাত। আচ্ছা তাই হবে।

মানব। হেঁ দেখবেন যেন অমত করবেন না।

প্রভাত। না—না—এতে আর অমত কি আমার হয়ে গেলেই ভাল।

মানব। আচ্ছা আমি তাহলে এখন আসি—নমস্কার।

প্রভাত। হেঁ নমস্কার।

(মানবের প্রস্থান)

প্রভাত। যাই একবার বাড়ীতে বলিগে দেখি তাঁর আবার কি মত।

(সেলীর প্রবেশ)

সেলী। মানববাবু কি বল্লেন ?

প্রভাত। তাঁদের মত হয়েছে আটাশে বিয়ে দিতে হবে।

সেলী। তুমি কি বল্লে ?

প্রভাত। কি আর বলবো—বল্লাম হেঁ তাই দেব।

সেলী। যাক্ বাঁচা গেল। কদ্দিন ধরে আমার যা ভাবনা হয়েছিল তা আর কি বলবো।

প্রভাত। হেঁ তাতো বটেই। তবে এখন চল ভেতরে যাওয়া যাক্।

সেলী। হেঁ তাই চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

আলোকের অন্তঃপুর

চিত্রা। আচ্ছা তুমি যে অমন কোরে বেরিয়ে বেড়াচ্ছ—ভেবেছ কি এমনি দিন যাবে?

সত্যেন। তা তো যাবে না জানি তবে এখন কি কত্তে হবে?

চিত্রা। যা হয় একটা কাজ কর্ম্মের চেষ্টা চরিত্র কর, নইলে—বাবা না হয় আজ আছেন, কিন্তু দুদিন বাদে যখন তোমার মাথায় সমস্ত ভার পোড়বে তখন তুমি কি করে চালাবে?

সত্যেন। সব বুঝি চিত্রা, সব বুঝি—কিন্তু বুঝেও কিছু করে উঠতে পাচ্ছি না।

চিত্রা। কেন যদি চাকরি বাকরি না জোটে তো না হয় কোন একটা ব্যবসা বাণিজ্যের চেষ্টা কর।

সত্যেন। ব্যবসা! কিসের ব্যবসা?

চিত্রা। কেন মুদিখানার ব্যবসা থেকে আরম্ভ করে জগতের যে কোন ব্যবসা তো কত্তে পার।

সত্যেন। তা তো পারি কিন্তু আমি যদি আজ ব্যবসা খুলে বসি তাহলে পরে আমার লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হয়ে যাবে।

চিত্রা। তাই বলে কি নিজের যথাসর্ব্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে পরের দ্বারে দ্বারে চাকরির জন্তে দুবেলা যেতে পারবো, তবু নিজে কোন স্বাধীন ব্যবসা কত্তে পারবো না, আর যদি নিজে কোন

স্বাধীন ব্যবসা করি তো অমনি বন্ধু সমাজে লোক সমাজে মুখ দেখান ভার হয়ে যাবে? (স্বগতঃ) হায় ভগবান এই কি বাঙ্গালীর জীবনের চরম আদর্শ, এই কি বাঙ্গালীর শিক্ষা, এই কি বাঙ্গালীর দীক্ষা? বল—বল জগদীশ বল, বাঙ্গালী কি চিরদিন চাকরীর মোহে ভুলে থাকবে? তাদের কি কখনও মোহাবরণ ছিন্ন হবে না? তারা কি কখনও নিজের ভুল বুঝতে পারবে না? বল—বল—জগদীশ বল। (প্রকাশ্যে) না—না তুমি ও সব সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী পরিত্যাগ করে ব্যবসার পথে অবতীর্ণ হও।

সত্যেন। ব্যবসার পথে অবতীর্ণ হব কিন্তু টাকা—টাকা পাব কোথায়?

চিত্রা। কেন? নিজের মনের জোর থাকলে তার টাকার কোন অভাব হয় না।

সত্যেন। কেন?

চিত্রা। তা নয় তো কি—যার ইচ্ছা থাকে সে যে কোন উপায়ে টাকার সংস্থান করে নেয়।

সত্যেন। তাতো নেয়, কিন্তু আমার তো টাকার সংস্থান করবার কোন উপায় দেখছিনা।

চিত্রা। আচ্ছা আজ আমার একটা অনুরোধ রাখবে বল। বল, বল রাখবে কিনা?

সত্যেন। যদি রাখবার মত হয় তো রাখতে পারি, কিন্তু যদি না হয় তো আমার সাধ্যের অতীত। তজ্জন্য তোমার কিছু করবার নাই চিত্রা।

চিত্রা। তাতো নেই, তবে আমি যে তোমার কাছে অনুরোধ কচ্ছি তাতে যে আমাকে নিরাশ করবে সেরূপ ধারণা আমার

নেই। আমার বিশ্বাস, তুমি আমাকে কখনই প্রত্যাখ্যান করবে না।

সত্যেন। তোমার বিশ্বাস থাকতে পারে চিত্রা, কেন না স্বামীর কাছে স্ত্রী যে কোন অনুরোধ করুক না কেন, তাহা সব সময়ে পূর্ণ হইয়া থাকে। তাই তারা তাহা করবার সাহস পায়, কিন্তু চিত্রা আমার কাছে তোমার আশা পূর্ণ হওয়া সন্দেহ। আজ যদি তুমি আমার মত একজন অপদার্থের গলায় মালা না দিয়ে অপর একজনের গলায় মালা দিতে তাহলে বোধ হয় তুমি এর চাইতে সুখী হতে পারতে। কিন্তু আজ যখন আমার হাতে পড়েছ তখন তোমার জীবনে যে কোন দিন সুখের রেখা উদয় হবে এরূপ আশা কখনও নেই। হায় ভগবান, এর চেয়ে আমার মৃত্যুই ভাল ছিল।

চিত্রা। ওগো, তুমি ও সব কি বলছ—ও সব কি বলছ—বল—বল কি বলচ ?

সত্যেন। আমি ঠিক বলছি চিত্রা আমি ঠিক বলছি।

চিত্রা। না না তুমি আর ও সব কথা বলবে না, ও সব কথা বলবে না। তুমি কি জাননা যে স্ত্রীলোকের কাছে তার স্বামী দেবতা, তার স্বামীই ঈশ্বর। আর সেই স্বামীই যত দুঃখী হোক না কেন, যত কদাকার হোক না কেন, তবু যে তার স্ত্রীর দেবতা

সত্যেন। তা বটে—কিন্তু তার স্বামী যদি না উপায় করতে পারে তাহলে তার কি অবস্থা হবে ?

চিত্রা। সে উপায় করতে পারুক না পারুক তাতে কোন এসে যায় না, বা তাতে স্ত্রীর কাছে সে সেইরূপ ঈশ্বরের ন্যায় পূজা পাইয়া থাকে।

সত্যেন। তা পায় না,—চিত্রা তা পায় না।

চিত্রা। যদি না পায়, তাহলে সেইরূপ স্ত্রীলোক কখনই পতিপরায়ণা আখ্যা পাইবার যোগ্য নহে।

সত্যেন। আচ্ছা এখন ও সব কথা রেখে, তুমি কি বলবে তাই বল।

চিত্রা। দেখ, তুমি টাকার জন্যে ভেবোনা আমি তোমায় টাকা দেবো।

সত্যেন। তুমি টাকা কোথায় পাবে?

চিত্রা। আমি চুরি করে পারি, ডাকাতি করে পারি যে কোন উপায়ে তোমায় টাকা দেবো।

সত্যেন। আচ্ছা আমি ব্যবসা খুলবো সে জন্য তোমার কোন ভাবনা নেই।

চিত্রা। আচ্ছা তুমি আমার গা ছুঁয়ে বল, ব্যবসা করবে।

সত্যেন। হেঁ তোমার গা ছুঁয়ে বলছি ব্যবসা করবো।

চিত্রা। আচ্ছা তাহলে তুমি আমার অলঙ্কার গ্রহণ কর।

সত্যেন। অলঙ্কার নিয়ে কি হবে?

চিত্রা। অলঙ্কার নিয়ে তুমি কাহারও নিকট বন্ধক রেখে এস। তারপর, যে টাকা পাবে সেই টাকা দিয়ে একটা ছোট দেখে ব্যবসা করবে।

সত্যেন। তাতো করবো কিন্তু বাবা যদি জানতে পারেন।

চিত্রা। কি জানতে পারেন?

সত্যেন। তোমার গহনা বন্ধক দিয়ে আমি ব্যবসা খুলেছি।

চিত্রা। কি করে জানতে পারবেন ?

সত্যেন। তুমি গহনা না পরলেই বাবা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন।

চিত্রা। আচ্ছা বাবা যখন জিজ্ঞাসা করবেন তখন বলবো ইচ্ছা হয়নি বলে পরিনি।

সত্যেন। কিন্তু ব্যবসা করে যদি লোশকান হয়, গহনা যদি আর না আনতে পারি, তখন কি হবে ?

চিত্রা। তখন যা হয় তাই হবে তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

সত্যেন। কিন্তু চিত্রা তুমি এসব নেহাৎ ছেলে মানুষি কচ্ছ।

চিত্রা। ছেলে মানুষী করিনি, আমি ছেলে মানুষী করিনি। বরং এরদ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের উন্নতি হতে পারে। কিন্তু তুমি যদি এটাকে ছেলে মানুষী বলে উপেক্ষা কর তাহলে আমাদের ভবিষ্যতে খারাপ হতে পারে।

সত্যেন। আচ্ছা তাহলে পরে দেখা যাক, কতদূর কি হয় না হয়।

চিত্রা। হেঁ সেই ভাল, যদি কপালে উন্নতি থাকে, তো হতে পারে আর যদি না থাকে ত কখনই হবেনা। হাজার চেষ্টা কল্লেও কখন উন্নতি হবে না।

সত্যেন। সেতো নিশ্চয়ই।

চিত্রা। এই নাও যাও এই বেলা বেরিয়ে পড় নইলে আবার ফিরতে বেলা হবে।

(সত্যেনের অলঙ্কার গ্রহণ)

সত্যেন। হেঁ সে তো যাবেই ?

চিত্রা। চেষ্টা করো সকাল সকাল ফিরতে।

সত্যেন। আচ্ছা।

(সত্যেনের প্রস্থান)

চিত্রা। যাক বাঁচা গেল, যদি ব্যবসা করে উন্নতি হয়। আর ভগবান যদি মুখ তুলে চান তাহলে পরে আমরা এই দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি। কিন্তু আমাদের কি সে সৌভাগ্য হবে। না যাই আবার কাজ কর্ম্ম কত্তে হবে, ওদিকে আবার বেলা হয়ে গেল।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্বদীপের বিলাত যাত্রায় বিদায় সভা

করুণা।

গীত

কারতরে আজ প্রাণ গো আমার
উদাস সুরে ধায়।
সুদূর পথের পথিক সে গো
প্রাণ যারে আজ চায়।
আমার প্রাণ যারে আজ চায়।

(স্বদীপের প্রবেশ)

স্বদীপ। বা বেশ সুন্দর তো তোমার গলা।

করুণা। কেন খারাপ লাগল নাকি?

স্বদীপ। খারাপ লাগলে কি লোকে ভাল বলে।

করুণা। তা বলে বৈকি।

সুদীপ। কি রকম?

করুণা। কারণ মনস্তুষ্টির জন্য।

সুদীপ। তার মানে?

করুণা। তার মানে লোকের মন রাখা গোছ।

সুদীপ। ও ভাল না লাগলেও বুঝি লোকের মন রাখবার জন্যে ভাল বলতে হয়?

করুণা। তা না বললে আর উপায় কি।

সুদীপ। কেন?

করুণা। তা নইলে যদি সে তোমার সঙ্গে কথা না বলে।

সুদীপ। তা বটে।

করুণা। আচ্ছা তুমি কবে বিলাত যাবে?

সুদীপ। আজি সন্ধ্যায় আমাকে যেতে হবে।

করুণা। আজি?

সুদীপ। হেঁ সেই জন্যেই আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

করুণা। কেন আজ না গেলে কি হোত না।

সুদীপ। না আজি আমায় যেতে হবে কারণ সব ঠিক ঠাক হয়ে গেছে।

করুণা। আবার কবে আসবে?

সুদীপ। তা বলতে পারি না।

করুণা। কেন?

সুদীপ। কারণ কবে এখন আসা ঘটবে তা কি করে জানবো যে কাজের জন্যে যাচ্ছি সেটা শেষ না হলে তো আর আসতে পারি না।

করুণা। আচ্ছা তুমি একটু দাঁড়াও।

সুদীপ। কেন বলতো ?

করুণা। আমি তোমাকে প্রণাম করবো।

সুদীপ। না—না আর প্রণাম কত্তে হবে না।

করুণা। না—না তুমি আর আমায় বাধা দিও না।

(প্রণিপাত)

সুদীপ। ওকি ! তুমি কাঁদছ ?

করুণা। না—না কাঁদিনি।

সুদীপ। তবে তোমার চোখে জল যে।

করুণা। না—না জল নয় চোখে একটা কি পড়ে ছিল তাই

সুদীপ। আচ্ছা আমি তাহলে এখন যাই।

(প্রস্থান)

করুণা। (সজলনয়নে দৃষ্টিপাত)

সুদীপ। মা আমি তাহলে এখন যাই।

ইলা। আচ্ছা বাবা এস।

সুদীপ। আচ্ছা।

(প্রণিপাত)

কিরণ। প্রায় নটা বাজে আর দেরী কচ্ছিস কেন ?

সুদীপ। না—না আর দেরী কি ? আমার হয়ে গেছে।

কিরণ। তাহলে গাড়ী আনতে বলি ?

সুদীপ। আচ্ছা তাই বলুন।

(কিরণের প্রস্থান)

কিরণ। ধনা—ও ধনা।

(ধনার প্রবেশ)

ধনা। কি বাবু ?

কিরণ। এই গাড়ী আনতে বলতো।

ধনা। আচ্ছা।

(ধনার প্রস্থান এবং পুনঃ গাড়ী লইয়া প্রবেশ)

ধনা। বাবু গাড়ী এসেছে।

কিরণ। আচ্ছা।

(কিরণের প্রবেশ)

কিরণ। কই, হল ?

সুদীপ। হেঁ হয়ে গেছে।

(প্রণিপাত)

কিরণ। থাক্—থাক আর প্রণাম করতে হবে না এখন ভালয় ভালয় এস।

সুদীপ। গাড়ী কোথায় ?

কিরণ। সদরের গেটে এসেছে।

(সকলের প্রস্থান)

কিরণ। এই ধনা তুই হাওড়া পর্য্যন্ত যা।

ধনা। আচ্ছা।

(সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অশোকের অন্তঃপুর

কল্পনা। ও গো তোমার পায়ে পরি তুমি আর ওটা খেও না।

প্রদীপ। কেন খাব না, একশ বার খাব। আমি একশ বার খাব।

কল্পনা। না—গো—না তুমি আমার মাথা খাও, বল আর খাবে না। ওগো বল—বল।

প্রদীপ। চোপরাও রাসকেল—ফের ওই কথা। আবার যদি বল তোমায় আমি খুন করবো।

কল্পনা। তা কর, সেও আমার ভাল—ওগো—সেও আমার ভাল।

প্রদীপ। কেন! মলে কি তুমি বাঁচ নাকি?

কল্পনা। তোমার এরকম দশা দেখার চাইতে আমার মৃত্যুই ভাল, ওগো মৃত্যুই ভাল।

প্রদীপ। আচ্ছা বেশ তবে তুমি মর। আর আমি এই খানে বসে বসে দেখি।

কল্পনা। ওগো তোমার কি এতটুকু মায়া মমতা নেই। তোমার হৃদয় কি ভগবান কোন পাষাণ দিয়ে তৈরী করেছেন। বল—বল তুমি একবার বল যে আর আমি খাব না।

প্রদীপ। একশোবার বলছি যে আমি বলতে পারবোনা, পারবো না পারবো না, তবুও আবার সেই কথা বলছ।

কল্পনা। ওগো বলবো না কেন, তুমি একবার চেয়ে দেখ আমাদের অবস্থা কি ছিল আর আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা আর সে জমিদার নেই। আমাদের সে প্রতিপত্তি নেই—সে ক্ষমতা নেই, সে সম্মান নেই—আজ সমস্তই শেষ হয়ে গেছে। আজ আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়েছি, অন্নাভাবে দুইদিন উপবাসী আছি, এতেও তোমার জ্ঞান হচ্ছে না। ওগো এতেও তুমি বুঝতে পাচ্ছ না—। তাই আমি তোমার ভালর জন্যই বলছি তুমি ও পথ থেকে ফিরে এস ওগো তুমি ওপথ থেকে ফিরে এস।

প্রদীপ। ধুত্তোরী তোমার পথ—এখন আমায় pure whisky দাও।

কল্পনা। না, দেব না।

প্রদীপ। দেবে না?

কল্পনা। না।

প্রদীপ। তবে, রে, যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা। আচ্ছা দেখ আমি কি করি।

(বোতল ছুঁড়িয়া আঘাত)

কল্পনা। উঃ বাবারে গেলুম—আর পারি না মাগো তোমার মেয়েকে নিয়ে নাও।

(মূর্চ্ছা)

প্রদীপ। কেমন হয়েছে এইবার কথা কও—ওকি আর কথা কইছো না যে—চুপ করলে হবে না বাবা - কথা কইতে হবে—আমার চাঁদবদনী তোমায় কথা কইতেই হবে।

(হস্ত ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা)

একি নড়ে না যে—আচ্ছা নড়ে কি না নড়ে, আমি দেখছি।

(জুতার দ্বারা প্রহার)

অ্যাঁ! মরে গেল নাকি? না একটু জল আনি।

(প্রস্থান, পুনঃ জল লইয়া প্রবেশ)

কল্পনা। উঃ বাবারে আমায় মেরে ফেল্লে।

(পুনরায় মূর্চ্ছা)

প্রদীপ। যাক মরেনি—এখন বাঁচা গেল। আচ্ছা তুমি থাক বাবা আমি চল্লুম।

(প্রস্থান)

(কল্পনার পুনরায় মূর্চ্ছাভঙ্গ)

কল্পনা। উঃ মা আর পারি না। আমায় নিয়ে নাও মা আমায় তোমার কাছে নিয়ে নাও। হা ভগবন্, তোমার কাছে আমি কি অপরাধই না করেছি যার জন্যে আজ আমায় দুঃখভোগ কত্তে হচ্ছে। মা

একবার দেখে যাও তোমার আদরের কল্পনার আজ কি দশা হয়েছে। আজ আর তার আপনার বলতে কিছুই নেই, সব চলে গেছে। আজ সে গাছতলায় দাঁড়িয়েছে। পেটের দায়ে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমরা হয়তো ভেবেছিলে যে কল্পনার বিয়ে হলে সে সুখী হবে, তাই ভাল ঘরে ভাল বরে বিয়ে দিয়েছিলে, কিন্তু মা আজ তোমাদের সকল আশা নির্ম্মূল হয়ে গেছে, আজ সে পথের কাঙ্গাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মা, আর ভাবতে পারি না।

(মূর্চ্ছা)

চতুর্থ দৃশ্য।

অমিয়ের অন্তঃপুর

প্রতাপ। মাইরি একটা কথা বলবো শুনবে?

কবিতা। কেন? আমি কি তোমার কথা শুনি না?

প্রতাপ। শোনত তবে কিনা—

কবিতা। তবে মানে?

প্রতাপ। তবে মানে তুমি যদি রাগ কর, তাই আমার বলতে সাহস হচ্ছে না।

কবিতা। না—না আমি রাগ করবো না। তুমি বল কি বলবে।

প্রতাপ। বলছিলাম তোমার কি এখন কোন কাজ আছে?

কবিতা। কেন বল ত?

প্রতাপ। যদি না থাকে তো একটা না হয় গান শোনাতে।

কবিতা। ওঃ এর জন্যে এত কথা।

প্রতাপ। তা নইলে।

কবিতা। কি রকম গান শুনবে ?

প্রতাপ। তোমার যা ভাল লাগে।

কবিতা। কেন ? আমার ভাল লাগলেই বুঝি তোমার ভাল লাগবে।

প্রতাপ। হতে পারে। কেন না বলা তো যায় না।

কবিতা। আচ্ছা বেশ—তাহলে শোন।

প্রতাপ। আচ্ছা।

কবিতা। গীত

আজকে আমার প্রাণের কথা
জানতে কে গো চায়
ওগো জানতে কে গো চায়
প্রেমের পথের যাত্রী সে গো
ভাবেতে দেখায়
ওগো ভাবেতে দেখায়
চোখের টানে প্রাণ নিয়েছে
মন নিতে সে চায়
আমার মন নিতে সে চায়

প্রতাপ। বা বেশ ভাল গান তো। ও গান তুমি শিখলে কোথা থেকে ?

কবিতা। তুমি এত খারাপ গান শুনেই এত ভাল বলছো। তাহলে না জানি এর চাইতে ভাল গান শুনলে কি বলবে।

প্রতাপ। এর চাইতে তুমি ভাল গান গাইতে পার ?

কবিতা। চেষ্টা করতে পারি।

প্রতাপ। আচ্ছা তাহলে একটা ভাল গান শুনিয়ে দাও ?

কবিতা। না আজ আর থাক, কাল শোনাব।

প্রতাপ। আচ্ছা।

কবিতা। তোমার পরীক্ষা কবে আরম্ভ হবে ?

প্রতাপ। এখন অনেক দেরী আছে।

কবিতা। কত দিন ?

প্রতাপ। প্রায় মাস খানেক।

কবিতা। তাহলে আর দেরী কি ?

প্রতাপ। কেন ?

কবিতা। তা নয় তো কি, মাস খানেক আবার সময়, ও ত দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।

প্রতাপ। বা, তোমার তো বেশ কথা।

কবিতা। কেন ?

প্রতাপ। তা নয় তো কি, লোকের একদিন কাটে না, আর তুমি বলে দিলে কিনা একমাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

কবিতা। যায়, কি না যায়, সেটা দেখতে পাবে।

প্রতাপ। আচ্ছা দেখাই যাবে।

কবিতা। বেশ।

প্রতাপ। তারপর্ আর একটা কথা ভারি মনে পড়ে গেছে।

কবিতা। কি বল তো ?

প্রতাপ। সত্যেন যে একটা মুদিখানার ব্যবসা খুলেছে।

কবিতা। কে সত্যেন ?

প্রতাপ। ওই যে তোমাদের সঙ্গে পড়ত চিত্রা বলে একটা মেয়ে—

কবিতা। ও! চিত্রার স্বামী বুঝি ?

প্রতাপ। হেঁ হেঁ চিত্রার স্বামী।

কবিতা। তা তো করবেই, তা নইলে আর বাঙ্গালীর গৌরব বাড়বে কেন ?

প্রতাপ। তার মানে।

কবিতা। তার মানে চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে ছোটলোকের মত ব্যবসা করা।

প্রতাপ। তাহলে ব্যবসা করাটা ছোটলোকের কাজ বল ?

কবিতা। নিশ্চয়।

প্রতাপ। না কবিতা, সেটা তুমি ভুল বুঝেছ।

কবিতা। আমি ভুল বুঝিনি ঠিক বুঝেছি।

প্রতাপ। কখনও নয়।

কবিতা। কেন ?

প্রতাপ। পরে বুঝতে পারবে।

কবিতা। পরে কেন এখনি বল না।

প্রতাপ। এখন বললে তুমি হয় ত ঠিক বুঝতে পারবে না।

কবিতা। আচ্ছা আমি পারি বা না পারি, তাতে তোমার বলতে কি কিছু দোষ আছে।

প্রতাপ। তা তো নেই তবে—এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে পনের টাকা মাইনের দাসত্ব করার চাইতে ব্যবসা করা ঢের ভাল।

কবিতা। সেটা তোমার কাছে হতে পারে কিন্তু আমার কাছে ঠিক তার বিপরীত।

প্রতাপ। তা হতে পারে।

কবিতা। হতে পারে নয়, সেইটেই ঠিক, কেন না আমি কত টাকা মাইনে পাই, না পাই, সেটা লোকে দেখতে আসছে না ; কিন্তু আমি চাকরি বাকরি করি কিনা-সেইটেই লোকে আগে দেখে।

প্রতাপ। তা দেখে বটে, কিন্তু তাতে আমার সংসার প্রতিপালন হচ্ছে কিনা সেটা দেখে কি ?

কবিতা। না তা দেখে না।

প্রতাপ। তবে—?

কবিতা। তবে লোকের কাছে তো নিজের মানটা বজায় থাকে।

প্রতাপ। ও ! তাহালে নিজে না খেয়ে লোকের কাছে নিজের মান বজায় রাখতে হবে বল ?

কবিতা। তা কেন ?

প্রতাপ। তা নয় ত কি।

কবিতা। যাও—যাও তোমার সঙ্গে আর আমি অত বকতে পারি না।

প্রতাপ। বকবার আর কশুরটা কি।

কবিতা। তার মানে ?

প্রতাপ। তার মানে বকব না বকব না, কচ্ছ অথচ বকেও যাচ্ছ।

কবিতা। আচ্ছা এইবার দেখা যাবে।

প্রতাপ। বেশ।

কবিতা। আমি এখন তাহলে যাচ্ছি।

প্রতাপ। কোথায় ?

কবিতা। যেখানে ছুচোক্ যায়।

প্রতাপ। এর মধ্যে এত বৈরাগ্য কেন ?

কবিতা। পরে জানতে পারবে।

(কবিতার প্রস্থান)

প্রতাপ। না আমিও যাই।

(প্রতাপের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

কিরণের অন্তঃপুর।

কিরণ। ইলা আজ আঁমাদের একি সর্ব্বনাশ হ'ল।

ইলা। কেন কি হয়েছে।

কিরণ। সুদীপ মারা গেছে।

ইলা। অ্যাঁ!

কিরণ। এইমাত্র টেলিগ্রাম পেলাম। গত রাত্রে কলেরায় মারা গিয়াছে।

ইলা। ওরে সুদীপ রে, তুই আজ কোথায় গেলিরে। আমরা আর কার জন্যে বেঁচে থাকবো রে। তুমি তোমার মাকে ভুলে কেমন করে থাকতে পারলে বাবা। ওরে বাবা সুদীপরে। তুমি একবার ঘরে ফিরে এস বাবা—আমরা যে তোমায় ভুলে থাকতে পারছিনা বাবা। তুমি আমাদের ছেড়ে কেমন করে ভুলে রইলে বাবা। ওরে বাবা সুদীপ রে।

(করুণার প্রবেশ)

করুণা। বাবা আপনারা ওরকম কাঁদছেন কেন, আমায় বলুন? বাবা আমায় বলুন—আমায় বলুন? বাবা আপনার পায়ে পড়ি আপনি আমায় বলুন?

কিরণ। মা আমরা কেন কানছি তা তোমাকে কেমন করে বলবো— মাগো—তোমাকে কেমন করে বলব?

করুণা। না বাবা আপনাকে বলতেই হবে, আমি আপনার পায়ে পড়ি আপনি আমায় বলুন ?

কিরণ। আমি বাপ হয়ে তোমাকে কেমন করে বোলব—মাগো আমি বলতে পারব না, আমি তোমাকে কেমন করে বোলব।

করুণা। না বাবা আপনাকে বোলতেই হবে আমি আপনার পায়ে পড়ি আপনি আমায় বলুন ?

কিরণ। আমি বাপ হোয়ে তোমাকে কেমন কোরে বোলব মা ? আমি বোলতে পারবো না, আমি বলতে পারবো না।

ইলা। বাপ সুদীপ রে—ও বাপ তুই ঘরে ফিরে আয়রে। আমি তোকে ছেড়ে কেমন করে বাঁচবো রে। ওরে বাপরে তুই একি করে গেলিরে।

করুণা বাবা আমি সব বুঝতে পেরেছি বাবা আমি সব বুঝতে পেরেছি।

(ক্রন্দন)

ইলা। ওরে বাপরে আমি তোকে ছেড়ে কেমন করে বাঁচবো রে, ওরে, তুই ঘরে ফিরে আয়রে।

(মূর্চ্ছা)

কিরণ। ও মা করুণা, তোমার মাও বুঝি গেল, করুণা তোমার মাও বুঝি গেল।

করুণা। ওগো মাগো তুমিও কি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে নাকি গো ওগো মাগো।

কিরণ। না—মা, মা একটু জল আন্ একটু জল আন্ এখন নিশ্বাস বইছে, এখন নিশ্বাস বইছে। এখন বেঁচে আছে—এখন বেঁচে আছে তুমি জল আন তুমি জল আন। তা নইলে বুঝি আর

বেঁচে থাকবে না। আর বোধ হয় বেঁচে থাকবে না। মা তুমি জল আন।

করুণা। আচ্ছা বাবা।

(করুণার প্রস্থান এবং পুনঃ জল লইয়া প্রবেশ)

করুণা। এই নিন্ বাবা—এই নিন্।

কিরণ। কই দাও—কই দাও।

(জল লইয়া)

কিরণ। আর একবার যাও মা—আর একবার যাও—একখানা পাখা নিয়ে এস, নইলে আর আমাদের নিস্তার নেই, আজ আমাদের বিপদের উপর বিপদ। আজ যে আমাদের কেউ দেখবার নেই মা।

করুণা। আচ্ছা বাবা আমি পাখা আনতে যাচ্ছি।

(করুণার প্রস্থান এবং পুনঃ পাখা লইয়া প্রবেশ)

করুণা। এই নিন্ বাবা।

কিরণ। না মা তুমি হাওয় কর তুমি হাওয়া কর।

করুণা। (ক্রন্দন)

কিরণ। না মা এখন আমাদের কাঁদবার সময় নয়। এখন আমাদের ঘরে পাষাণ দিয়ে বুক বাঁধতে হবে। পাষাণ দিয়ে বুক বাঁধতে হবে। তা নইলে আর আমরা তোমার মাকে পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলবো।

(মুখে জল দিয়া হাওয়া করার পর)

ইলা। অ্যাঁ! সুদীপ এসেছে। সুদীপ এসেছে!! সুদীপ এসেছে!!! ওরে বাবা সুদীপ একবার আমার বুকে আয় একবার আমার বুকে আয়। একবার আমায় মা বলে ডাক একবার আমায় মা বলে ডাক। ওরে সুদীপ একবার মা বলে ডাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আলোকের বাটী।

সত্যেন। বুঝলে চিত্রা, তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম।

চিত্রা। কি কথা ?

সত্যেন। দেখ এমাসে আমাদের ব্যবসায়ে কিছু লাভ হয়েছে। তবে মনে করছি সেই লাভের টাকার অর্দ্ধেক ব্যবসায় দেব, আর যে অর্দ্ধেক বাকী থাকবে সেইটে দিয়ে মনে করছি কলকাতায় খানিকটা জায়গা কেনা যাক, কি বল ?

চিত্রা। না—না তার চাইতে একটা কাজ কর।

সত্যেন। কি বল তো ?

চিত্রা। এ মাসে জায়গাটা না কিনে বরং সমস্ত টাকাটা ব্যবসায় খাটাও। তারপর সামনের মাসে যে লাভ হবে সেইটে সব নিয়ে কলকাতায় একটা ভাল দেখে বাড়ী কিনে ফেল। কেন না তোমার রোজ যাওয়া আসার ভারি কষ্ট।

সত্যেন। আচ্ছা তাই হবে। তোমার কথার তো আর আমি অবহেলা করতে পারি না। কারণ তোমার কথা শুনেই আজ এত ধনী হতে পেরেছি। তা নইলে আজ আমাকে পেটেরদায়ে পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হত।

চিত্রা। দেখ, আজ আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।

সত্যেন। কি কথা বলতো ?

চিত্রা। আচ্ছা বলতো ব্যবসা করা ভাল না চাকরি করা ভাল ?

সত্যেন। আগে আমার ধারণা ছিল যে চাকরী করা ভাল। কিন্তু এখন দেখছি চাকরীর চাইতে ব্যবসাই ভাল।

চিত্রা। ব্যবসা করলে মানের লাঘব হবে না ত? বন্ধুদের কাছে মুখ দেখান যাবে তো?

সত্যেন। এ কথার মানে?

চিত্রা। আগে বল না, তারপর বলছি।

সত্যেন। পয়সা হলেই সব হয়, চিত্রা পয়সা হলেই সব হয়।

চিত্রা। কি রকম?

সত্যেন। পয়সা থাকলেই বন্ধুবান্ধব এসে জোটে আর না থাকলেই আসে না। তারপর পয়সা থাকলেই লোকে বাবু, বাবু, করে সারা হয় আর না থাকলে কেউ ফিরেও চায় না।

চিত্রা। বেশ, তাহলে তুমি বুঝতে পেরেছ বল?

সত্যেন। আগে পারিনি বটে, তবে এখন বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছি।

চিত্রা। তুমি তাহলে কাল কখন যাবে?

সত্যেন। কাল সকালেই যেতে হবে।

চিত্রা। ও।

সত্যেন। হেঁ দেখ তোমাকে একটা কথা কদিন ধরে বলবো বলবো মনে করেছি কিন্তু আর বলা হয়ে উঠছে না।

চিত্রা। কি কথা বল তো?

সত্যেন। সেই যে তোমার কবিতা বলে এক বন্ধু ছিল না?

চিত্রা। হেঁ।

সত্যেন। তার বড়দির নামটা কি যেন?

চিত্রা। কল্পনা।

সত্যেন। হেঁ—হেঁ কল্পনাই বটে। তারপর তার কোথায় বিয়ে হয়েছিল বলত?

চিত্রা। দিল্লীতে একজন জমিদারের ছেলের সঙ্গে।

সত্যেন। ছেলে কি করে বলতে পার?

চিত্রা। শুনেছিলাম তো ছেলে I. C. S. পাশ, তারপর কি করে, না করে বলতে ারি না।

সত্যেন। এখন সে একজন পুরাদস্তুর মদখোর হয়েছে। তারপর বাপের যা বিষয় সম্পত্তি ছিল সে সমস্ত বিক্রী হয়ে গেছে।

চিত্রা। তারপর এখন কি করছে?

সত্যেন। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর লোকের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে করছে।

চিত্রা। আর কল্পনা?

সত্যেন। সে যে কি করছে তা আমি ঠিক বলতে পারছি না।

চিত্রা। একেই বলে বরাত। লোকে এর জন্য কত না অহঙ্কার করে।

সত্যেন। তা তো করে। তবে লোকে যদি সেটা বুঝতো তাহলেপরে বোধহয় করত না।

চিত্রা। কেন—এত সকলকার চোখের সামনেই হচ্ছে।

সত্যেন। সকলকার চোখের সামনে হচ্ছে সত্য, কিন্তু সেটা বোঝবার শক্তি আছে কটা লোকের?

চিত্রা। তা বটে।

সত্যেন। তারপর সকলেই যদি সেইটে বুঝতো এবং সেই রকমভাবে চলতো তাহলে পরে ত হিন্দুশাস্ত্রটা মিথ্যে হয়ে যেত।

চিত্রা। কেন?

সত্যেন। কথায় বলে লক্ষ্মী চঞ্চলা।

চিত্রা। তার মানে?

সত্যেন। তার মানে আজ যে বড়লোক আছে কাল আবার যে গরীব হতে পারে।

চিত্রা। ও।

সত্যেন। নাও চল আজ আর খাবে দাবে না ?

চিত্রা। কটা বাজলো ?

সত্যেন। রাত এগারটা বাজে।

চিত্রা। এত রাত হয়েছে আমাকে তো একবার বলনি ?

সত্যেন। আমি এতক্ষণ ঘড়ি দেখেছি নাকি যে তোমাকে বলব ?

চিত্রা। আচ্ছা চল তাহলে।

সত্যেন। তুমি আগে চল না, তারপর আমি যাচ্ছি।

চিত্রা। কেন—এক সঙ্গেই যাব।

সত্যেন। আমার যে এখন জামা কাপড় ছাড়া হয়নি।

চিত্রা। খেয়ে এসে ছাড়বে।

সত্যেন। না—না তুমি আগে চল আমি জামা কাপড় ছেড়ে যাচ্ছি।

চিত্রা। আচ্ছা তুমি তাহলে এস আমি যাচ্ছি।

সত্যেন। হুঁ চল।

(চিত্রার প্রস্থান)

সত্যেন। না যাই, আবার রাগ করবে।

(সত্যেনের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

অমিয়ের অন্তঃপুর।

কবিতা। তোমার পরীক্ষা তো শেষ হয়ে গেল।

প্রতাপ। হুঁ।

কবিতা। কবে খবর বেরুবে ?

প্রতাপ। মাস দুই বাদে।

কবিতা। ও।

প্রতাপ। চল কবিতা আজ বায়স্কোপ দেখে আসি।

কবিতা। না আজকে আর যাব না, কাল তখন যাওয়া যাবে।

প্রতাপ। তোমার খালি কাল আর কাল। কাল যদি মরেই যাই তাহলে দেখবে কে ?

কবিতা। হেঁ মরে অমনি গেলেই হল।

প্রতাপ। কেন মরণ হতে পাবে না ?

কবিতা। পাবে কি না পারে, তা আমি বলতে পারি না।

প্রতাপ। বেশ না যদি পাব তো কি হবে বল ?

কবিতা। হবে আর কি আমায় বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে।

প্রতাপ। বারে, আমি কি চুরি করেছি না ডাকাতি করেছি, যে এমন সাজা দিচ্ছ।

কবিতা। তুমি চুরিও করনি, আর ডাকাতিও করনি, তবে দুটোর মাঝা মাঝি একটা কিছু করেছ।

প্রতাপ। তার মানে।

কবিতা। তার মানে একটা মস্ত বড় অন্যায়ের অবতারণা করেছ।

প্রতাপ। কেন, এমন কি অন্যায় করেছি ?

কবিতা। বা বা, তুমি তো বেশ লোক দেখছি।

প্রতাপ। কেন ?

কবিতা। বা, বেশ তো নেকা সাজতে শিখেছ।

প্রতাপ। নেকা সাজবার কি দেখলে ?

কবিতা। কেন দেখবার আর বাকিটা কি ?

প্রতাপ। তবু ?

কবিতা। কেননা এত বড় একটা অন্যায় করে বলছো যে আমি
কিছুই জানিনা।

প্রতাপ। বলনা কি অন্যায় করেছি ?

কবিতা। বলছি অত তাড়াতাড়ি কেন ?

প্রতাপ। তাড়াতাড়ির কি হল।

কবিতা। বাকীই বাকি ?

প্রতাপ। আচ্ছা আমার হার হয়েছে—আমি মাপ চাইছি।

কবিতা। না এর মাপ হবেনা।

প্রতাপ। তবে ?

কবিতা। তবে আবাব কি আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

প্রতাপ। আচ্ছা তাই হবে।

কবিতা। হো—হো—হো! (হাস্য)

প্রতাপ। ওকি হাসছো—যে ?

কবিতা। বা, বা, লোকের হাসি পেলে বুঝ হাসবে না।

প্রতাপ। বিনা কারণে লোকের হাসি পেলেই হল।

কবিতা। কেন ?

প্রতাপ। তা নযত কি ?

কবিতা। আচ্ছা যদি হাসির মত কিছু হয় ?

প্রতাপ। তাহলে হাসবে।

কবিতা। হেঁ আমি সেই জন্যেই. হাসছি।

প্রতাপ। কই তোমার হাসবার মত তো কিছু হয়নি।

কবিতা। হয়েছে কি না হয়েছে তা তুমি কি করে বুঝলে?

প্রতাপ। বা—বা এতে আর বোঝবার কি আছে।

কবিতা। আছে বৈকি।

প্রতাপ। আচ্ছা আমি না হয় বুঝতে পারি না তুমি এইবার বলে দাও?

কবিতা। বা, এমন সহজ কথাটা বুঝতে পারলে না।

প্রতাপ। কই আর পারলাম বল।

কবিতা। কেমন, এখন হার তো?

প্রতাপ। বুঝতে যেখানে পারিনি সেখানে হার তো বলতেই হবে, নইলে আর উপায় কি।

কবিতা। আচ্ছা এইবার তাহলে বলি, তুমি রাগ করবে না তো?

প্রতাপ। রাগ করবো কেন?

কবিতা। না, বিশ্বাস কি বল, যদি এখন করেই বস তখন?

প্রতাপ। না আমি "আপন্ গড্" বলছি রাগ করব না।

কবিতা। দেখো?

প্রতাপ। হেঁ গো হেঁ তুমি বল।

কবিতা। এটা খালি তোমাকে ভয় দেখাবার জন্যে।

প্রতাপ। ও-হো হো (হাস্য)

কবিতা। বল ভয় হয়েছিল কি না।

প্রতাপ। সত্যি বলছি আমার ভীষণ ভয় হয়ে ছিল।

কবিতা। আচ্ছা এখন চা খাবে চল।

প্রতাপ। হেঁ তাই চল।

(উভয়ের প্রস্থান)।

———

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

আলোকের অন্তঃপুর।

সত্যেন। বুঝলে চিত্রা বাড়ী তো একটা কিনে ফেল্লাম।

চিত্রা। কি রকম বাড়ী কিনলে?

সত্যেন। বাড়ীটা মোটের উপর বেশ ভালই।

চিত্রা। তবু?

সত্যেন। লেকের ঠিক উপরেই বল্লে ভাল হয়। সামনে একটা ফুল-বাগান আছে। তিন চারটা statue ও সেই বাগানের মধ্যে আছে। তারপর বাড়ীর কায়দা কানুন সমস্তই সাহেবি ধরণের।

চিত্রা। বা. তাহলে খুব ভালই হয়েছে বল?

সত্যেন। মনে ত হয়।

চিত্রা। কত দাম লাগলো?

সত্যেন। যে রকম বাড়ী, তার তুলনায় খুব যে বেশী তা নয়।

চিত্রা। তবু?

সত্যেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা।

চিত্রা। বা, খুব সস্তায় হয়েছে তো।

সত্যেন। তা বটে।

চিত্রা। আর গাড়ীটা?

সত্যেন। কাল তো একখানা গাড়ী 'ট্রায়াল' দিতে আসবে।

চিত্রা। 'ট্রায়াল' দিতে আসবে।

সত্যেন। বা চালিয়ে নিতে হবে না?

চিত্রা। গাড়ী কিনতে গেলে বুঝি আগে থেকে চেপে দেখে নিতে হয় ?

সত্যেন। তা না হলে ভাল বোঝা যাবে কি করে।

চিত্রা। আচ্ছা তুমি তো বাড়ীটা পছন্দ করে কিনলে। কিন্তু আমি এইবার গাড়ীটা পছন্দ করে কিনবো বলে দিচ্ছি।

সত্যেন। বেশ।

চিত্রা। তারপর সাহেবী style এ বাড়ীতে বাস করতে গেলে সাহেবী style এ চাকর বাকর ও তো রাখতে হবে।

সত্যেন। সে ত হবেই।

চিত্রা। যাক্ তাহলে পরে বাঁচা যাবে।

সত্যেন। কেন ?

চিত্রা। কেন না, এখানে হাঁড়ীর কানা ঠেলতে হচ্ছে আর সেখানে গেলে ঠেলতে হবে না।

সত্যেন। ও।

চিত্রা। কবে তাহলে যাওয়া হবে ?

সত্যেন। এ মাসে তো আর হয় না।

চিত্রা। কেন ?

সত্যেন। যাব বল্লেই তো আর যাওয়া হয় না।

চিত্রা। কেন ?

সত্যেন। তা নয় তো কি। আগে সব ঠিকঠাক করতে হবে তারপর।

চিত্রা। তাহলে সামনের মাসে তো যাওয়া হবে ?

সত্যেন। তা হতে পারে।

চিত্রা। এখন পারে ?

সত্যেন। কতদিনের মধ্যে ঠিক হবে তা তো বলতে পারি না। তবে চেষ্টা করবো যত শীঘ্র হয়।

চিত্রা। হেঁ তাই কোরো।

সত্যেন। আচ্ছা।

চিত্রা। অনেক রাত হয়ে গেল কিন্তু।

সত্যেন। হেঁ তাই তো দেখছি।

চিত্রা। তবে খাবে না ?

সত্যেন। হেঁ খেতে তো হবেই।

চিত্রা। তবে চল।

সত্যেন। এই তোমার সঙ্গে বকৃতে বকৃতে ত এত দেরী হয়ে গেল। নইলে ত ভেবেছিলাম যে আজ সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ব।

চিত্রা। যদি তাই ভেবেছিলে তবে বকলে কেন ?

সত্যেন। বুঝতে পারি নি।

চিত্রা। তাহলে পরে এখন শাস্তি নিতে হবে।

সত্যেন। ভুল যেখানে করেছি সেখানে শাস্তি তো নিতেই হবে।

চিত্রা। এর শাস্তি হচ্ছে আস্তে আস্তে যেয়ে মুখটি বুজে খেয়ে নেওয়া।

সত্যেন। নিশ্চয়ই নিতে হবে, কেন না তোমার শাস্তি যেখানে। তা হইলে আবার যদি এর চাইতে কঠোর শাস্তি দিয়ে বস।

চিত্রা। আচ্ছা তাহলে চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

অমিয়ের অন্তঃপুর

কবিতা। আচ্ছা আজ তোমার মনটা ওরকম কেন বলত ?

প্রতাপ। শরীরটা খারাপ কিনা তাই।

কবিতা। হঠাৎ শরীরটা খারাপ হ'ল কেন ?

প্রতাপ। বলতে পারি না।

কবিতা। তার মানে।

প্রতাপ। তার মানে আমি তোমার কাছে কৈফিয়ত দিতে রাজি নই।

কবিতা আচ্ছা তোমার কি হল? তুমি তো কোন দিন আমার সঙ্গে এ রকমভাবে কথা বলনি।

প্রতাপ। আমার কিছু হয়নি, তুমি একটু চুপ কর।

কবিতা। একটা গান শুনবে?

প্রতাপ। না—না আর গান শোনে না—তার চাইতে বরং তুমি একটু চুপ করলে আমি নিস্তার পাই।

কবিতা। আচ্ছা তা না হয় করছি। কিন্তু তোমার কি হয়েছেবলবে না?

প্রতাপ। না।

কবিতা। গানও শুনবে না?

প্রতাপ। না।

কবিতা। কথাও বলবে না?

প্রতাপ। না।

কবিতা। আমি তাহলে এখান থেকে চলে যাব?

প্রতাপ। হুঁ।

কবিতা। আচ্ছা তোমার কি মাথা ধরেছে?

প্রতাপ। না।

কবিতা। জ্বর হ'য়েছে?

প্রতাপ। না।

কবিতা। পেটের যাতনা হচ্ছে?

প্রতাপ। না।

কবিতা। তবে?

প্রতাপ। জানি না।

কবিতা। আচ্ছা তুমি যেখানে বিরক্ত হচ্ছ, সেখানে আমি চলে যাচ্ছি।

প্রতাপ। আচ্ছা।

(কবিতার প্রস্থান)

প্রতাপ। কবিতা ?

(কবিতার পুনঃ প্রবেশ)

কবিতা। কেন ?

প্রতাপ। তুমি চলে যাচ্ছ ?

কবিতা। হেঁ।

প্রতাপ। আচ্ছা যাও, কিন্তু মনে রেখো যে আর বোধহয় আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।

কবিতা। কেন !

প্রতাপ। বলতে পারি না।

কবিতা। তবে !

প্রতাপ। তবে আর কি তুমি এইবার যেতে পার।

কবিতা। কোথায় যাব ?

প্রতাপ। যেখানে ইচ্ছা। যেখানে তোমার মন চায়, তুমি যেতে পার। আমার তাতে কোন বাধা নেই। আমি তার জন্য মোটেই দুঃখিত নই—কবিতা মোটেই দুঃখিত নই।

কবিতা। তুমি দুঃখিত না হতে পার কিন্তু—

প্রতাপ। আর বলতে হবে না কবিতা—আর বলতে হবে না। আজ তোমার ওই কথা শুনে আমার একটা গান মনে পড়ে গেল—

সখের বিয়ে দিস না দিয়ে
দিস না দিয়ে গো।

ফুলের মালায় আছে জ্বালা
পবাস নেকো গো
আমায় পরাস নেকো গো।

কবিতা। এ গান গাইবার মানে ?

প্রতাপ। পরে জানতে পারবে। আব এখন তুমি যেতে পাব।

কবিতা কেন ?

প্রতাপ। আমি একটু ঘুমুব বড ঘুম পেযেছে।

কবিতা। আচ্ছা তুমি ঘুমুও আমি যাচ্ছি।

(প্রস্থান)

প্রতাপ।

শ্রীশ্রীদুর্গামাতা
সহায়

কবিতা,

তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কবো। আব যদি কেহ আমার কথা জিজ্ঞসা করে তাহাকে এই পত্রখানি দিও। আমি আজ স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে ববণ কচ্চি। আমাব এ মৃত্যুব জন্য কেহই দায়ী নয়। খালি আমিই এব জন্য দাযী। আর বেশী কিছু লিখতে পারলাম না। তুমি আমায ক্ষমা করো। কবিতা তুমি আমায ক্ষমা কবো।

ইতি—
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র দাস।

আলোকের কুটীর

সত্যেন। চিত্রা, কবে যাচ্ছ তাহলে ?

চিত্রা। কোথায় ?

সত্যেন। কেন তুমি জাননা বুঝি ?

চিত্রা। তা আর কি করে জানব বল ?

সত্যেন। কেন ?

চিত্রা। তা নয়ত কি ?

সত্যেন। তবু ?

চিত্রা। তার মানে আমি হ'লেম মেয়ে মানুষ. আর তুমি হ'লে পুরুষ মানুষ।

সত্যেন। মেয়ে মানুষে আর পুরুষ মানুষে কি হয়েছে ?

চিত্রা। তা নয়ত কি ?

সত্যেন। কেন ?

চিত্রা। পুরুষ মানুষ হল স্বাধীন, আর মেয়ে মানুষ হল পরাধীন। তারপর পুরুষেরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কিন্তু মেয়ে মানুষেরা ত আর তা করতে পারে না।

সত্যেন। কেন আজকাল মেয়েছেলেতে যা করছে—পুরুষে তা পারছে না।

চিত্রা। এক আধ জায়গায় না হয় সেটা হতে পারে, কিন্তু সেটাত আর সব জায়গায় হয় না।

সত্যেন। এক জায়গায় যদি হতে পারে, তো সব জায়গায় হবে না কেন ?

চিত্রা। তার কৈফিয়ত আমি তোমার কাছে দিতে পারব না।

সত্যেন। যদি না বলত আমার জোর কি ?

চিত্রা। এখানে ত জোরের কথা কিছুই হয় নি যে তুমি বলছ।

সত্যেন। আচ্ছা আমি ক্ষমা চাইছি।

চিত্রা। আমি চল্লাম তাহলে।

(চিত্রা প্রস্থান করিতে উদ্যত)

সত্যেন। অত তাড়াতাড়ি কেন ? না হয় খানিক বাদেই যাবে।

চিত্রা। না—না তা হবে না এখন আমার ভয়ানক কাজ আছে।

সত্যেন। আমি না হয় তোমার ভয়নক কাজটা করে দেব, তাহলে পরে হবে ত ?

চিত্রা। কেন আমার আর থাকবার দরকার কি ?

সত্যেন। আছে বৈকি তা নইলে আর বলব কেন ?

চিত্রা। আচ্ছা তাহলে পরে তাড়াতাড়ি করে বল, কি কথা ?

সত্যেন। তাড়াতাড়ি করে কি কোন কথা হয় ?

চিত্রা। কেন হবে না ?

সত্যেন। কি করে হবে ?

চিত্রা। কেন কথার আড়ম্বর গুলো বাদ দিয়ে বল্লেই টপ্ করে বলা হয়ে যাবে।

সত্যেন। কথার আড়ম্বর কি ?

চিত্রা। যথা ভঙ্গিমা।

সত্যেন। খুব বলছ আর বলতে হবে না। এখন আমি যা বলি সেইটে শুনবে না, এখান থেকে চলে যাবে ?

চিত্রা। চলে যাব কেন ? শোনবার জন্যেই তো দাঁড়িয়ে রয়েছি।

সত্যেন। আচ্ছা—তাহলে পরে শোন।

চিত্রা। হুঁ বল ?

সত্যেন। কবে ও বাড়ীতে যাচ্ছ ?

চিত্রা। কোন বাড়ীতে ?

সত্যেন। কেন যে বাড়ী কেনা হল ?

চিত্রা। ও! তা নিয়ে গেলেই যাব।

সত্যেন। আমি তাহলে কাল যাচ্ছি।

চিত্রা। আর আমি ?

সত্যেন। তোমার যদি ইচ্ছা হয় তো আমার সঙ্গে কাল যেতে পার।

চিত্রা। হেঁ তাই যাব। কখন গাড়ী আসবে ?

সত্যেন। সকাল আটটার মধ্যেই এসে পরবে।

চিত্রা। ভালই হ'ল। তারপর তুমি যে বল্লে এ মাসের মধ্যে যাওয়া বোধ হয় হবে না।

সত্যেন। হেঁ সে কথা তো বলেছিলাম।

চিত্রা। তবে কি করে হয়ে গেল ?

সত্যেন। এ মাসে কি আর যাওয়া হ'ত, আমি যেই উঠে পড়ে লাগলাম তাই হ'ল।

চিত্রা। তা ভালই হয়েছে। তবে চাকর বাকর সব ঠিক হয়ে গেছে।

সত্যেন। এখন যদিও হয়নি তবে গিয়ে ঠিক করে নিতে হবে।

চিত্রা। বেশ তাই হবে।

চতুর্থ দৃশ্য।

অমিয়ের বাটী

সুনীল। আচ্ছা অমিয় বাবু কেন মোল বলতে পারেন ?

অমিয়। তার ত কারণ আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

সুনীল। কারণ না থাকলে কি মানুষ আত্মহত্যা করে ?

অমিয়। তা কি আর করে ?

সুনীল। তবে ?

অমিয়। সেইত আমি ভাবছি।

সুনীল। এর কোন final না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি তো কিছু করতে পাচ্ছেন না।

অমিয়। কেন ?

সুনীল। সেটা আর আপনার মত লোককে আমায় বোঝাতে হবে ?

অমিয়। না—না তা হবে না। তবে court খুলতে তো এখনও অনেক দেরী আছে।

সুনীল। আর দেরী কি। এইত ৯টা বেজেছে আর ২ ঘণ্টা মাত্র।

অমিয়। বেশ তাই হোক্।

সুনীল। আচ্ছা আপনার ছেলের বিবাহ হয়েছিল ?

অমিয়। হুঁ।

সুনীল। তার স্ত্রী এখন কোথায় আছে ?

অমিয়। এইখানেই আছে।

সুনীল। তাকে একবার ডাকতে পারেন ?

অমিয়। কেন ?

সুনীল। গোটা কতক কথা জিজ্ঞাসা করব।

অমিয়। আচ্ছা। আমি ডেকে আনছি।

(প্রস্থান ও কবিতাকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

সুনীল। আচ্ছা আপনি বলতে পাবেন আপনার স্বামী কেন আত্মহত্যা করলেন ?

কবিতা। না।

সুনীল। আপনাদের মধ্যে কোন মনোমালিন্য হয়ে ছিল কি ?

কবিতা। না।

সুনীল। আপনাদের মধ্যে কেমন ভাব ছিল ?

কবিতা। সেটা ঠিক বলতে পারি না।

সুনীল। তিনি কি করতেন ?

অমিয়। পড়াশুনা করত।

সুনীল। কি পড়তেন ?

অমিয়। 'Law'।

সুনীল। আচ্ছা তিনি মরবার আগে কোন চিঠিপত্র লিখে গেছেন কি ?

অমিয়। বলতে পারি না।

সুনীল। আপনি বলতে পাবেন।

কবিতা। হেঁ, রেখে গেছেন।

সুনীল। সে চিঠিটা কোথায আছে ?

কবিতা। আমার কাছে।

সুনীল। আপনি সেটা আনতে পাবেন ?

কবিতা। হেঁ পারি।

সুনীল। আচ্ছা আনুন তো।

(কবিতাব প্রস্থান এবং পুনঃ পত্র লইয়া প্রবেশ)

কবিতা। এই নিন।

(সুনীল পত্র লইয়া)

সুনীল। এই পত্রখানি তিনি কখন লিখেছিলেন ?

কবিতা। তা আমি বলতে পারি না, তবে আমি যখন প্রথম ঘরে ঢুকলাম তখন টেবিলের উপর এই পত্রখানি দেখতে পেলাম।

সুনীল। তারপর আপনি কি করলেন ?

কবিতা। তারপর আমি পত্রখানি পড়লাম।

সুনীল। পড়ে কি করলেন ?

কবিতা। পড়েই ছুটে তিনি যেখানে শুয়েছিলেন সেইখানে গেলাম।

সুনীল। তারপর ?

কবিতা। তারপর যে কি করেছিলাম তা আর আমি বলতে পারছি না।

সুনীল। কেন ?

কবিতা তারপর বোধ হয় আমার জ্ঞান ছিল না। কারণ যখন আমার জ্ঞান হ'ল তখন দেখি ঘরের মধ্যে অনেক লোক জমে গেছে।

সুনীল। আচ্ছা আপনি তাহলে এখন যেতে পারেন।

কবিতা। আচ্ছা।

(প্রস্থান)

সুনীল। আর অমিয়বাবু, আপনাকে একবার আমার সঙ্গে courtএ যেতে হ ব।

অমিয়। বেশ তাই চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

বালিগঞ্জের বাটীতে

চিত্রা ও সত্যেন।

চিত্রা। বা—বাড়ীটা বেশ সুন্দর হয়েছে ত।

সত্যেন। কেন হবে না বল, কেমন লোকটা খুঁজেছে।

চিত্রা। সেত বটেই।

সত্যেন। তাহলে পরে তোমার মনের মত হয়েছে বল?

চিত্রা। ঠিক ততটা না হলেও, কতকটা বটে।

সত্যেন। কেন?

চিত্রা। সেটা আমি এখন ঠিক বলতে পারি না।

সত্যেন। তুমি যদি বলতে না পার তবে কি আমি বলব?

চিত্রা। তুমি বলবে কেন।

সত্যেন। তবে?

চিত্রা। চাকর দেখা হয়েছে?

সত্যেন। বেশ কথা।

চিত্রা। কেন ?

সত্যেন। আমি তোমায় কি কথা জিজ্ঞাসা করছি ?

চিত্রা। সে কথা পরে বল্‌ব, এখন না।

সত্যেন। পরে কেন এখন বলতে কি হয়েছে ?

চিত্রা। এখন না বলবাব কোন কারণ থাকতে পারে।

সত্যেন। কি কাবণ সেটা কি শুনতে পাই না ?

চিত্রা। সময় হলেই পাবে।

সত্যেন। ভাল। তাই হবে।

চিত্রা। আচ্ছা আমি যে কথাটা বল্লাম সেটার কি হল বলবে ?

সত্যেন। কোন্‌ কথাটার ?

চিত্রা। কেন তুমি কি শোননি ?

সত্যেন। শুনতে হয়ত পারি, কিন্তু মনে নেই।

চিত্রা। তার মানে ?

সত্যেন। তার মানে তুমি যা বলবে।

চিত্রা। বা—বেশ কথা ত।

সত্যেন। কেন ?

চিত্রা। তা নয় ত কি ?

সত্যেন। তবু।

চিত্রা। তুমি বল্লে শুনতে পারি কিন্তু মনে নেই। আবার বলছ তুমি যা বলবে। এর মানে ?

সত্যেন। এর মানে, কি কথা, সেটা তোমাকে আবার বলতে হবে ?

চিত্রা। চাকর দেখা হযেছে, না আমাকেই সব কবতে হবে ?

সত্যেন। না—না আব তোমাকে করতে হবে না।

চিত্রা। তবে কে করবে ?

সত্যেন। চাকর দেখা হয়েচে সে করবে।

চিত্রা। পাঁচটা তো বাজে কখন আসবে ?

সত্যেন। এইবার এসে পড়বে।

চিত্রা। যাক্ বাঁচা গেল।

সত্যেন। কেন ?

চিত্রা। এইবার একটু বেড়াতে পারবো।

সত্যেন। কেন ?

চিত্রা। তা নয় ত কি। সমস্ত দিন কাজ করতে হত। তারপর একটু আধটু যা সময় পেতাম সেটাও আবার দেখতে দেখতেই কেটে যেত।

সত্যেন। কই একথা তো তুমি আমাকে আগে বলনি।

চিত্রা। আগে বলবার সময় হয়নি তাই বলিনি।

সত্যেন। এখন বললে কেন ?

চিত্রা এখন বলবার সময় হযেছে তাই বলছি।

সত্যেন। ভাল, তবে এখন বেড়াতে যাবে ?

চিত্রা। বেশ তো চল না।

সত্যেন। কোথায় যাবে ?

চিত্রা। যেখানে নিয়ে যাবে।

সত্যেন। বেশ, তাহলে লেকের ধারেই চল।

চিত্রা। হেঁ তাই চল।

সত্যেন। কাপড় চোপড় পরে নাও।

চিত্রা। আচ্ছা তুমি একটু বস তাহলে।

সত্যেন। হেঁ আমি বসছি।

চিত্রা। আচ্ছা।

(প্রস্থান)

সত্যেন। টপ্ করে আসবে কিন্তু।

(নেপথ্য চিত্রা—আচ্ছা)

সত্যেন। না—দেখি আবার কখন আসে।

(চিত্রার প্রবেশ)

চিত্রা। কই চল।

সত্যেন। তোমার হযে গেছে ?

চিত্রা। হুঁ।

সত্যেন। আচ্ছা চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

——

ষষ্ঠ দৃশ্য

লেক

চিত্রা। বা বেশ সুন্দর তো।

সত্যেন। কেন—তুমি এর আগে কখন দেখনি ?

চিত্রা। না।

সত্যেন। তোমরা তো বার মাস কলকাতায় থাকতে ?

চিত্রা। তা তো থাকতাম।

সত্যেন। তবে দেখনি কেন ?

চিত্রা। কলকাতায় থাকলেই বুঝি সব জিনিষ দেখতে হয় ?

সত্যেন। তা ত হয়ই।

চিত্রা। কিন্তু আমার বাবা সেটাকে মোটেই পছন্দ করতেন না।

সত্যেন। কোনটে কে?

চিত্রা। এই মেয়েদের পুরুষ মানুষের হাত ধোরে রাস্তায়, রাস্তায়, পার্কে, পার্কে ঘুরে বেড়ান।

সত্যেন। ও!

চিত্রা। আচ্ছা ওইখানে কে বসে রয়েছে বল ত?

সত্যেন। কোনখানে?

চিত্রা। ওই যে ব্রিজটার কাছে।

সত্যেন। এখানে কত লোক আসছে যাচ্ছে কে কার খোঁজ রাখে।

চিত্রা। তা ত রাখে না। কিন্তু ওকে যেন কোথায় দেখেছি বলে আমার মনে হচ্ছে।

সত্যেন। কাকে?

চিত্রা। ওই যে বসে রয়েছে।

সত্যেন। ও এক জন ভিখিরি।

চিত্রা। না—না ও ভিখিরি নয়।

সত্যেন। তবে।

চিত্রা। আমাব প্রাণে যেন কে বলে দিলে ও তোব খুব পরিচিত। একবার চল না দেখি কে ও।

সত্যেন। বেশ তাই চল।

(উভয়ে যাইয়া)

চিত্রা। আচ্ছা আপনার নামটা কি?

কল্পনা। কেন বলুন ত?

চিত্রা। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কোথায় দেখেছি।

কল্পনা। তা হয়ত দেখতে পারেন কেন না আমি ত রাস্তায়, রাস্তায় বেড়িয়ে বেড়াই।

চিত্রা। অপনি রাস্তায় রাস্তায় বেড়িয়ে বেড়ান কেন, আপনার কি বাড়ী নেই?

কল্পনা। এক কালে ছিল কিন্তু এখন নেই।

চিত্রা। এখন নেই কেন?

কল্পনা। আগে আমরা জমিদার ছিলাম, তারপর বাবা একজন জমিদারের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেন।

চিত্রা। তারপর?

কল্পনা তারপর সেই ছেলে বাপ মারা যাবার পর মদ খেতে আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে বিষয় সম্পত্তি সমস্তই বন্ধক পড়ল। শেষ পর্যন্ত টাকা পরিশোধ করতে না পারায় সব দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেল।

চিত্রা। তারপর, তারপর আপনার স্বামী কি করলেন?

কল্পনা। একদিন আমি এই কথা বলাতে তিনি আমায় মদের বোতল ছুঁড়ে মারলেন।

চিত্রা। তারপর কি হল?

কল্পনা। বোতলটা আমার মাথায় এসে লাগলো। মাথাটাও কেটে গেল। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলুম। যখন আমর জ্ঞান হল তখন আমি দেখলুম যে আমার স্বামী নেই।

চিত্রা। তারপর আপনি কি করলেন?

কল্পনা। আমি পাগলের মত বেরিয়ে পড়লুম, রাস্তায়, রাস্তায়, নগরে নগরে আমার স্বামীর খোঁজ করলুম। কিন্তু আর তাঁর দেখ

পেলাম না। আজ তিনি বেঁচে আছেন কি মরে গেছেন তা পর্য্যন্ত বলতে পারি না।

চিত্রা। আপনার বাপের বাড়ীতে কেউ নেই—?

কল্পনা। আমার এক ভাই আছে।

চিত্রা। তাঁর কাছে যান না কেন?

কল্পনা। তার কাছে গিয়েছিলাম।

চিত্রা। তিনি কি বল্লেন?

কল্পনা। সে বল্লে আমাদেব যথা সর্ব্বস্ব নিযে এখন কি তোমার আসা মেটেনি। এখন কি আমাদেব রাস্তায় দাঁড় করাতে চাও।

চিত্রা। তারপর আপনি কি বল্লেন?

কল্পনা। আমি ভাবলাম—এখানে আব থাকবনা। এর চাইতে বরং ভিক্ষা করে খাব, গাছ তলায় থাকবো তবু এমন ভায়ের কাছে হাত পাতবোনা।

চিত্রা। আপনারা তাহলে এক ভাই এক বোন ছিলেন বলুন?

কল্পনা। না আমবা তিন বোন এক ভাই ছিলাম।

চিত্রা। আপনাব আর দুজন বোন্ কোথায?

কল্পনা। তারা এই কাছেই থাকে।

চিত্রা। আপনি তাদেব কাছে যান না কেন?

কল্পনা। কি করে—যাই—।

চিত্রা। কেন?

কল্পনা। কেন্‌না তাদের দশা আমার দশার চাইতেও আরো মর্ম্মান্তিক।

চিত্রা। কেন তাদের কি হয়েছে?

কল্পনা। তারা বিধবা হয়েছে।

চিত্রা। বিধবা!

কল্পনা। হেঁ।

চিত্রা। হায় ভগবান মানুষ কি কঠোর—।

কল্পনা। হেঁ দিদি সত্যিই মানুষ কঠোর। তানইলে তারা কখন এ রকম দুঃখ সহ্য করতে পারে।

চিত্রা। আপনার কথা শুনে আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আপনার সে দুজন বোনের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি। কিন্তু আপনি কি আমায় নিয়ে যাবেন?

কল্পনা। আপনি, আপনি, আমাদের মত লোকের বাড়ী যাবেন।

চিত্রা। কেন—আমার মত লোক কি আপনার বাড়ী যেতে পারে না?

কল্পনা। কেন পারবে না—কিন্তু—আমরা যে গরীব।

চিত্রা। তা হোকগে আমি যাব।

কল্পনা বেশ তাই চলুন।

(উভয়ে যাইয়া)

কল্পনা করুণা দেখ আজ আমাদের বাড়ীতে কে এসেছে—

করুণা। কই।

কল্পনা। এইযে এখানে আয় না। আর কবিতাকেও ডেকে নিয়ে আয়।

করুণা। আচ্ছা।

(করুণা ও কবিতার প্রবেশ)

চিত্রা। একি কবিতা তুই যে?

কবিতা।' একি চিত্রা তুই কোথা থেকে এলি।

চিত্রা। তোর এমন দশা হল কবে থেকে ?

কবিতা। আর ও কথা বলিস না ভাই, আমি যেমন অহঙ্কার করে-
ছিলাম ভগবান আমায় তেমনি সাজা দিয়েছেন।

করুণা। আমরা তোকে বিয়ের আগে কত কথাই না বলেছিলাম তার
জন্যে তুই কিছু মনে করিস না ভাই।

কল্পনা। চিত্রা এখন বুঝতে পাচ্ছি বরাত ছাড়া কিছুই হয় না আব
আমাদের চারজনের মধ্যে তুই যে সুখী হতে পারেছিস সেইটেই
আমাদের তৃপ্তি।

যবনিকা পতন।